বর্ষ ১ সংখ্যা ২১

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১-১৫ মে, ২০২১
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

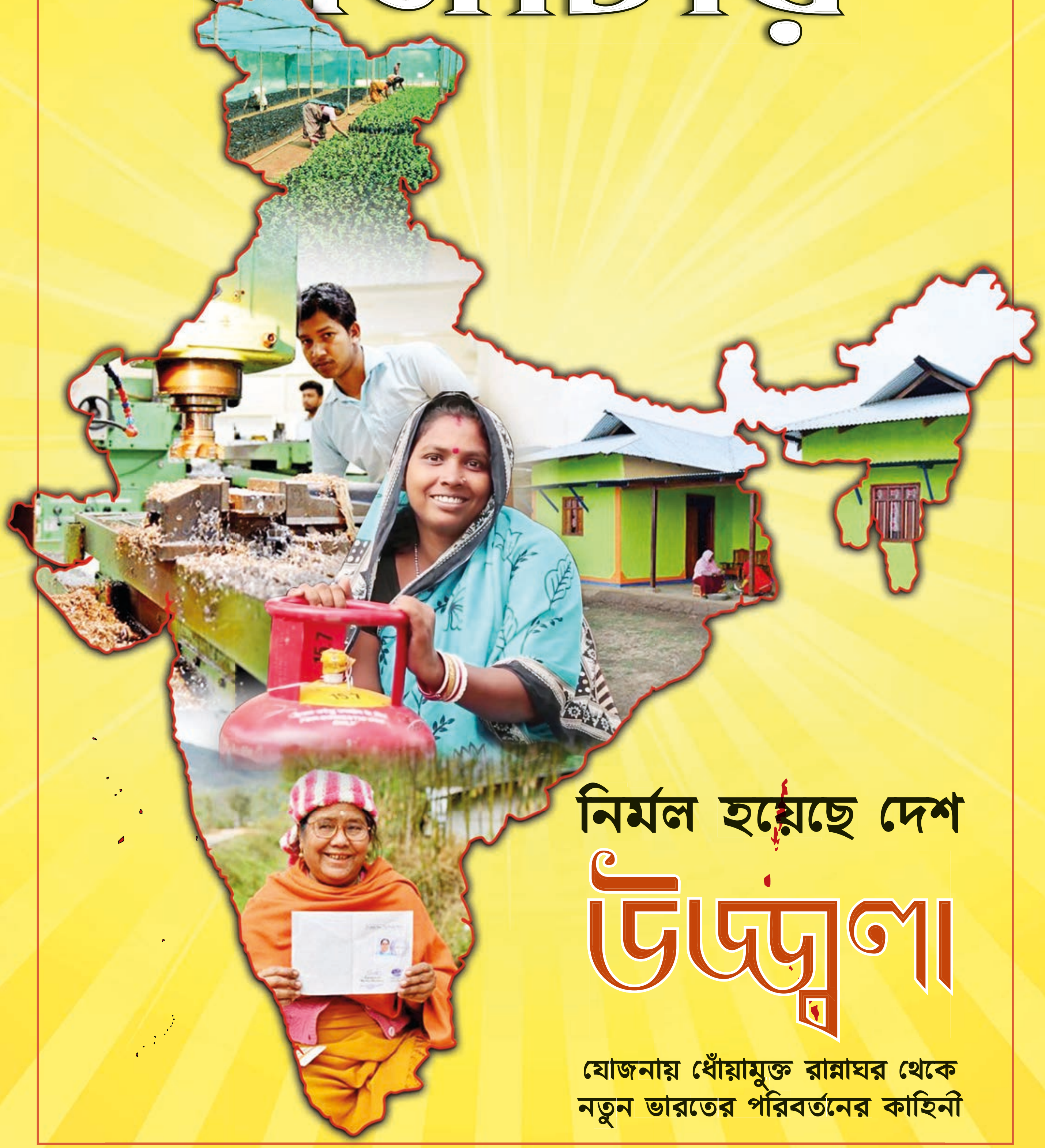

নির্মল হয়েছে দেশ

উজ্জ্বলা

যোজনায় ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর থেকে
নতুন ভারতের পরিবর্তনের কাহিনী

সঙ্কল্প থেকে সিদ্ধি

এক্সাম ওয়ারিয়র্স
এবার নতুন কলেবরে

আলিনা তায়াং : আমি অরুণাচল প্রদেশের রোয়িং গ্রামের একজন ছাত্রী। আমার পরীক্ষার ফল এলে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমি 'এক্সাম ওয়ারিয়র্স' বইটি পড়েছি কিনা! আমি এই বইটি আগে পড়িনি, কিন্তু যখন কিনলাম দু-তিনবার পড়ে ফেলেছি। আমার মনে হল, এই বইটি পরীক্ষার আগে পড়লে অনেক বেশি লাভ হত। আমি এটাও দেখলাম যে এতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক কৌশল রয়েছে, কিন্তু বাবা-মা আর শিক্ষকদের জন্য এতে বেশি কিছু নেই। আমি চাই, আপনারা যদি এই বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশের কথা ভাবেন, তাহলে এতে বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যও কিছু কৌশল এবং বিষয় অবশ্যই সামিল করবেন।

প্রধানমন্ত্রী : আমার নবীন বন্ধুদেরও ভরসা আছে যে দেশের প্রধান সেবককে কোনও কাজের কথা বললে সেটা হবেই। আমার এই ছোট্ট বন্ধুটি আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে, কিছু করার আদেশ দিয়েছে, আমি অবশ্যই তার এই আদেশ পালন করব।

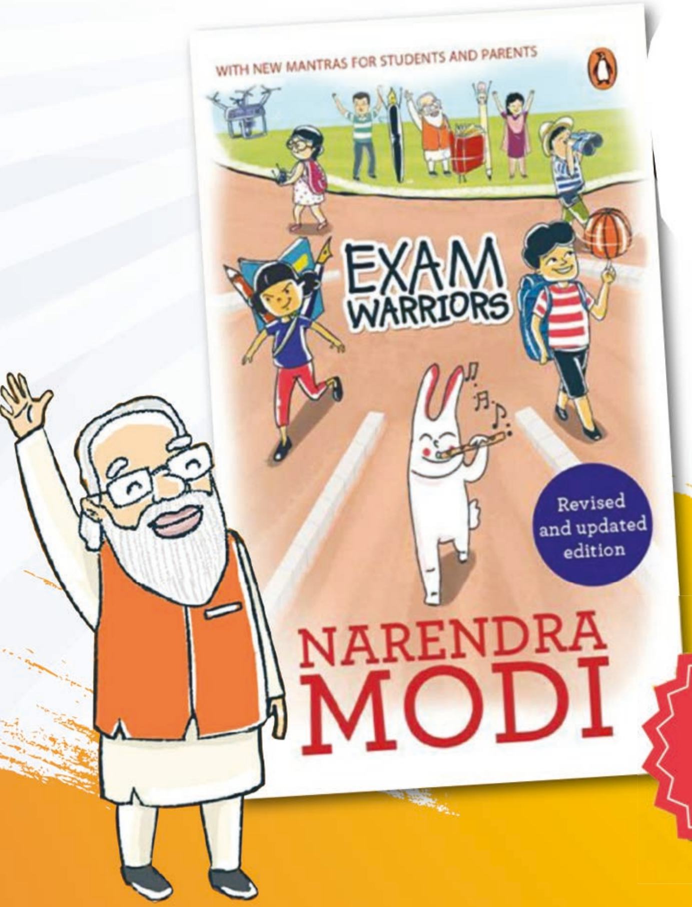

এরকম একজন ছাত্রীর অনুরোধ মেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক্সাম ওয়ারিয়র্স' বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বাবা-মা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কিছু আকর্ষণীয় কৌশল জুড়েছেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা চাপমুক্ত হয়ে হাসি মুখে পরীক্ষা দিতে যায়

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-Warriors-Revised-Updated-Narendra/dp/0143449974/ref=asc_df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=396986125419&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11787528220984750938&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ২১ ১-১৫ মে, ২০২১

সূচিপত্র

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য-মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825
response-nis@pib.gov.in

»১	সম্পাদকীয়	» পৃষ্ঠা ০২
»২	ডাকবাক্স	» পৃষ্ঠা ০৩
»৩	সংবাদ সংক্ষেপ	» পৃষ্ঠা ০৪-০৫
»৪	ব্যক্তিত্ব : গোপালকৃষ্ণ গোখলে	» পৃষ্ঠা ০৬
»৫	আত্মনির্ভর ভারত	» পৃষ্ঠা ০৭-০৯
»৬	করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ	» পৃষ্ঠা ১০-১১
»৭	স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব	» পৃষ্ঠা ১২-১৩
»৮	পরীক্ষা পে চর্চা	» পৃষ্ঠা ১৪-১৬
»৯	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত	» পৃষ্ঠা ১৭
»১০	প্রচ্ছদ নিবন্ধ	» পৃষ্ঠা ১৮-২৫
»১১	সাক্ষাৎকার : পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান	» পৃষ্ঠা ২৬-২৭
»১২	গ্রন্থ প্রকাশ	» পৃষ্ঠা ২৮-২৯
»১৩	অপারেশন শক্তি	» পৃষ্ঠা ৩০-৩১
»১৪	সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প	» পৃষ্ঠা ৩২-৩৩
»১৫	উস্তাদ প্রকল্প	» পৃষ্ঠা ৩৪
»১৬	ব্যক্তিত্ব : মহারানা প্রতাপ	» পৃষ্ঠা ৩৫
»১৭	ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ	» পৃষ্ঠা ৩৬

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। গত বছর দেশবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে করোনাকে হারিয়েছিল। ভারত আরেকবার দ্রুতগতি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে করোনাকে সেভাবেই হারাবে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা টিকা উৎপাদনের মাধ্যমে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঔষধ দিয়েছেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে করোনা মুক্ত না হব, ততদিন পর্যন্ত আমরা মাস্ক পরবো এবং সামাজিক দূরত্বের মতো সতর্কতাও মেনে চলবো। দেশের নেতৃত্ব এই লড়াইয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আর এভাবে ওষুধপত্র-হাসপাতালগুলির প্রয়োজন সুনিশ্চিতভাবে মেটানো হচ্ছে। সেজন্য ঘাবড়াবেন না, কারণ সতর্কতাই এর কার্যকরী লড়াইয়ের পদ্ধতি।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াই হোক কিংবা দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা, প্রতিটি ক্ষেত্রে গণ-অংশীদারিত্ব সর্বদাই দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। এর পরিণাম হল স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে রান্নার গ্যাসের সুবিধা যা একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ হয়ে উঠেছে যা আজ সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা পাচ্ছে। 'ইজ অফ লিভিং'-এর লক্ষ্যে উজ্জ্বলা যোজনা দেশে কিভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধে লেখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিমা প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছে তার কাহিনীও এই সংখ্যায় রয়েছে।

স্বাধীনতার লড়াই হোক কিংবা বিদেশি আক্রমণকারীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া আমাদের দেশের মানুষের স্বভাব। সেজন্য মহারাণা প্রতাপ, গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রেরণা এবং এরকম অসংখ্য বিস্মৃত বীরদের কাহিনীও এই সংখ্যায় রয়েছে। আমাদের ছাত্র-যুব সমাজ কিভাবে তাঁদের জীবনে নানা সমস্যার মোকাবিলা করবে, জয়ী হবে, তা নিয়ে 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বার্তালাপ পাঠককে নিশ্চিতভাবেই প্রেরণা জোগাবে।

ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য দেশের সঙ্কল্প আপনাদের সকলের অংশগ্রহণে আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আর বিগত এক বছরে এই আন্দোলন যে পরিবর্তন এনেছে তা দেশের **১৩৭** কোটি জনগণের গণ-অংশীদারিত্ব ছাড়া সম্ভব হত না।

বরাবরের মতোই আপনাদের পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)

ডাকবাক্স

এ বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ছি। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন আর প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অসংখ্য মানুষকে যথাযথ তথ্য প্রদানে সহায়ক হয়েছে।
আমি জানতে চাই এই পত্রিকাটির কোনও প্রিন্ট কপি পাওয়া যাবে কিনা কিংবা গ্রাহক হওয়ার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা!

কৃতি শ্রীবাস্তব
srivastavakriti001@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি দারুণ পত্রিকা। এর পূর্ববর্তী সমস্ত সংখ্যার মতোই এবারের সংখ্যাটিও অসাধারণ। এই পত্রিকায় দেশ এবং দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ ধরনের মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশের জন্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার টিমকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রফেসর সুবীর সিনহা
subirsinha.2009@gmail.com

প্রচুর তথ্যবহুল এই পত্রিকাটি আমরা নিয়মিত পড়ি। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকার তথ্যাবলী অত্যন্ত উপযোগী। আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার টিমের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এ ধরনের তথ্যবহুল অন্যান্য পত্রিকা সম্পর্কেও জানতে চাই।

রিঙ্কু কুমার
rinkoo8858@gmail.com

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঘটনাবলী এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি আদর্শ পত্রিকা। আমি এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনকে ধন্যবাদ জানাই। এই পত্রিকা প্রকাশের পেছনে কর্মরত গোটা টিমকে শুভেচ্ছা জানাই।

ইআর. বাসাম কায়ুম
basaam4@gmail.com

আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রথমবার এই পত্রিকাটি পড়েই দেখি যে এটি খুব কাজের। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্প সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে এটি অত্যন্ত সহায়ক। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করছি।

রানি শর্মা
sharmarani0144@gmail.com

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার

ভারত সরকারের ডিজিটাল ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে সরকারি ছুটির দিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনের তালিকা সহ বিভিন্ন প্রকল্প, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনার বিবরণ রয়েছে

এটি গুগল প্লে স্টোর এবং আইওএস-এ ডাউনলোড করা যাবে

Google Play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

iOS link
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

প্রধানমন্ত্রী যোগ পুরস্কার, ২০২১-এর জন্য নাম লেখানো শুরু

'সত্য জানার পর ভ্রমের সুযোগ কমে, মন পরিষ্কার হলে রোগের সম্ভাবনা কমে, আর নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে - সেজন্য যোগের প্রতি সমর্পিত হতে হবে!' যোগের মাহাত্ম্য নিয়ে এই ভাবনা প্রকাশ করেছেন আধুনিক যোগের জনক তিরুমালাই কৃষ্ণমাচার্য। ভি কে এস আয়ান্সারের মতো মহান যোগ গুরুরা তাঁর শিষ্য ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আপ্রাণ চেষ্টায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়েছে আর আজ বিশ্ববাসী যোগ ও এক্ষেত্রে ভারতের অবদানের প্রশংসা করছে। এই প্রেক্ষিতে ভারত, যোগের প্রচার ও প্রসারের জন্য যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে যোগের প্রচার ও প্রসারের জন্য সমর্পিত ব্যক্তিসমূহ ও সংস্থাগুলিকে সম্মানিত করতে যোগ পুরস্কার চালু করেন। যোগ দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে ট্রফি, শংসাপত্র এবং ২৫ লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হয়। ২০২১ সালের ২১ জুন পরবর্তী যোগ দিবস উপলক্ষে যে পুরস্কার দেওয়া হবে তার জন্য নাম লেখানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। যোগ গুরু কে. পাট্টাভির মতে যোগ হল প্রকৃত আত্মজ্ঞান, একটি মানসিক পরিচ্ছন্নতার প্রক্রিয়া। যদি আপনারা যোগের প্রতি সমর্পিত কোনও ব্যক্তিকে জানেন তাহলে তাঁর নাম প্রধানমন্ত্রী যোগ পুরস্কার, ২০২১-এর জন্য লেখাতে পারেন।

স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে গ্রাম ও ছোট শহরগুলি আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা

মহিলা, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতির মানুষদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করানো এবং সেই ব্যবসায় আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে চালু করা 'স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্প বিগত পাঁচ বছরে অতুলনীয় সাফল্য পেয়েছে। এ বছর ২৩ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১.১৪ লক্ষেরও বেশি অ্যাকাউন্টে ২৫,৫৮৬ কোটিরও বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রকল্প তৃণমূলস্তরে শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহ জোগাতে ২০১৬-র ৫ এপ্রিল চালু করা হয়েছিল। আত্মনির্ভর ভারতের আকাঙ্ক্ষাগুলি বাস্তবায়িত করতে এখন এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পে গরীব শিল্পোদ্যোগী বিশেষ করে, মহিলা, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির মানুষদের লাভ হয়েছে। দেশের গ্রামগুলি এবং ছোট ছোট শহরে কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এই ধরণের গতিবিধি বাড়িয়ে চলেছে কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে এবং ঐ ছোট ছোট শহরগুলিতেই বসবাস করেন।

ভারত ডিজিটাল লেনদেনে চিন ও আমেরিকাকে ছাপিয়ে গেছে

ভারত বিশ্বকে শুধু মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় নয়, প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার পথ দেখাচ্ছে। করোনার সঙ্কটকালে যখন মানুষ বাড়িতে বন্দী ছিল, ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশ একটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছে। চিন এবং আমেরিকাকে পেছনে ফলে ভারত ২০২০-তে ডিজিটাল লেনদেনে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই সময়ে ভারতে সর্বাধিক ২৫.৫ বিলিয়ন রিয়েল টাইম অনলাইন লেনদেন হয়েছে। তারপর চিনে ১৫.৭ বিলিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬ বিলিয়ন, থাইল্যান্ডে ৫.২ বিলিয়ন এবং ব্রিটেনে ২.৮ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে। শীর্ষ স্থানীয় ১০টি দেশের মধ্যে সবার পেছনে রয়েছে ১.২ বিলিয়ন লেনদেনকারী আমেরিকা।

৪ কোটি বাড়িতে ডিডি ফ্রি ডিশ 'তথ্য-মনোরঞ্জন'-এর অনবদ্য মাধ্যম

মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের জন্য উপহারস্বরূপ ডিডি ফ্রি ডিশ পরিষেবা লাগাতার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। স্টার, সোনি, কালার্স, নিউজ, স্পোর্টস, শিক্ষা সহ প্রায় ১৬১টি চ্যানেল বিনামূল্য দর্শকরা দেখতে পাবেন, সস্তায় টিভি সেট, আর্থিক গতি, পুরনো আমলের সিনেমা-সঙ্গীত ভিত্তিক ডিডি রেট্রো চ্যানেল এবং ফ্রি ডিশ প্ল্যাটফর্মে বড় সম্প্রচারকারীদের অংশগ্রহণে বিনামূল্যে মনোরঞ্জনের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে ডিডি ফ্রি ডিশ। এর গ্রাহক সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪ কোটি ছাপিয়ে গেছে, যা ২০২৫ পর্যন্ত ৫ কোটিতে পৌঁছাবে। এটি প্রসার ভারতীর একটি মাল্টি-চ্যানেল ফ্রি-টু-এয়ার ডায়রেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) পরিষেবা। এর উদ্দেশ্য, বিনামূল্যে দর্শকদের শ্রেষ্ঠ মনোরঞ্জন এবং তথ্য প্রদানের একটি বিকল্প এবং সুলভ মঞ্চ প্রদান করা।

মশলা উৎপাদনকারী কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছনো সহজ হবে

ভারতীয় মশলার সুগন্ধ সর্বদাই বিশ্বকে আকর্ষিত করে। এই সম্পদ নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য অনেক লড়াইও হয়েছে কারণ, তখন ভারতের রপ্তানির কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মশলা উৎপাদক, উপভোক্তা এবং রপ্তানিকারকও। ২০১৯-২০ সালে মশলা রপ্তানি ৩০ কোটি ডলারের পরিসংখ্যান পেরিয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাই মশলা উৎপাদনকারী কৃষকদের আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছনো সহজ করা এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্লকচেন পরিচালিত 'ট্রেসেবিলিটি ইন্টারফেস' গড়ে তুলতে চলেছে। সেজন্য ভারতীয় মশলা বোর্ড এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ভারতের অ্যাক্সিলেটর ল্যাব-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ব্লকচেন ডিজিটাল-ভিত্তিক লেনদেনের রেকর্ড রক্ষাকারী একটি নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা।

অমৃত মহোৎসব শেষ হবার আগেই ২.১৪ সুবিধাভোগীকে পাকা বাড়ি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর মাধ্যমে অমৃত মহোৎসব শেষ হবার আগেই দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক নাগরিককে পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং কাস্ট সেন্সাস – এসইসিসি-র মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রতীক্ষা তালিকা (পিডব্লিউআই) প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১১ সালের এসইসিসি তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে বর্তমান পিডব্লিউআই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মোট ২.১৪ কোটি সুবিধাভোগী যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। ■

প্রতিদিন ৩৭ কিলোমিটার মহাসড়ক তৈরির রেকর্ড

বিগত কয়েক বছরে ভারত সারা দেশে মহাসড়কের জাল বিস্তারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। বিগত ৭ বছরে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে দেশে ৯১,২৮৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ছিল যা ২০২১-এর ২০ মার্চ তারিখ পর্যন্ত ১,৩৭,৬২৫ কিলোমিটারে পরিণত হয়েছে। দেশের মোট সড়কপথের ২.২% হল জাতীয় সড়কপথ। কিন্তু এগুলি মোট যানবাহন চলাচলের ৪০% বহন করে। সরকার সারা দেশে একটি সুপরিকল্পিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই বাবদ বাজেট বরাদ্দ ৫.৫ গুণ করেছে। ২০১৪-১৫-র ৩৩,৪১৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২২-এ ১,৮৩,১০১ কোটি টাকা করা হয়েছে। আর এর গতি যদি তুলনা করা হয় তাহলে ২০১০ থেকে ২০১৪-র মধ্যে ৫,৮৬৫টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছিল যেখানে ২০১৫ থেকে ২০২১-এর মধ্যে ১০,৮৫৫টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে।

গোখলে : যাঁকে মহাত্মা স্বয়ং মহাত্মা বলতেন

গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁকে বিপরীত ধারার দুই মহান রাজনীতিবিদ মহাত্মা গান্ধী এবং মহম্মদ আলি জিন্না রাজনৈতিক গুরু মানতেন। ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি গোখলের মৃত্যু হলে গান্ধীজি বলেছিলেন, "গোখলে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, মেষের মতো দয়ালু, সিংহের মতো সাহসী আর যে কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন।"

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এক বালকের জন্ম হয়। বাড়ির অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু তাঁর বাবা-মা শিক্ষার গুরুত্ব জানতেন। সেজন্য ছেলের ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মুম্বাইয়ের এলফিনস্টন কলেজ থেকে ১৮৮৪ সালে স্নাতক হওয়ার পর গোপালকৃষ্ণ গোখলে তৎকালীন ভারতের সেই প্রজন্মের প্রতিনিধি ছিলেন, যাঁরা প্রথমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করেছেন। তারপর গোখলে অধ্যাপনা শুরু করেন। এর মাঝে প্রথমে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও তারপর দাদাসাহেব নওরোজির সান্নিধ্যে আসেন। উভয়ের কাছ থেকে আইনের খুঁটিনাটি শেখার পর কংগ্রেসের সদস্য হন এবং ফিরোজ শাহ মেহতার সঙ্গে যুক্ত হন। মেহতা সেই সময়ের বিখ্যাত উকিল এবং বম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। গোখলেও এই কাউন্সিলের সদস্য হন যখন ব্রিটিশ ফিনান্স সেক্রেটারি এডওয়ার্ড ল' ৭ কোটি টাকা বাঁচানোর দাবি করে একটি বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটকে সমাজের সর্বস্তরের বিভিন্ন মানুষ সমর্থন করেছিল। সেই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ভিক্ষ চলছিল। গোখলে তাঁর বিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেন কিভাবে ব্রিটিশ সরকার এই বাজেটে বেশি কর চাপিয়েছে, প্রতিরক্ষার খরচ বাড়িয়েছে, আর শিক্ষার খরচ কমিয়েছে। এভাবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ খুলে দেন। এই ঘটনার পর গোখলের সুনাম বাড়ে, কংগ্রেসে তাঁর সম্মান বাড়ে, আর ১৯০৫ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কংগ্রেসে সেই সময় দু'ধরনের নেতারা ছিলেন। একটি চরমপন্থী দল যার নেতৃত্ব দেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তাঁরা উগ্রভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল নরমপন্থী দল। তার নেতৃত্ব ছিল গোখলের হাতে, যাঁরা মনে করতেন ভারতবাসীকে আগে শিক্ষিত হতে হবে, তবেই তাঁরা নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকার অর্থাৎ, স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারবেন। ১৯১২ সালে ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আমন্ত্রণে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। গান্ধীজি যখন ভারতে ফিরে আসেন, গোখলে তাঁকে বলেছিলেন, "যদি দেশকে বুঝতে চাও তাহলে তার কাছে যাও। গোটা দেশকে দেখো, বোঝো। তারপরই নিজের রণনীতি তৈরি করো।" ব্যারিস্টার গান্ধী পরবর্তীকালে 'মহাত্মা' ও ক্রমে 'বাপু' পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সফরে এই গুরুর প্রদর্শিত পথ ধরেই এগিয়ে গেছেন।

> *গোপালকৃষ্ণ গোখলে অগাধ পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অনুকরণীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।*
>
> -প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সারা দেশে ব্যাপ্ত অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাতের বিরুদ্ধে গোখলে সারা জীবন ধরে লড়াই করে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি 'সার্ভেন্টস অফ সোসাইটি'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'মর্লে-মিন্টো' সংস্কারের পেছনে গোখলের অনেক কৃতিত্ব রয়েছে; যার ফলে পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেলের কার্যকরী পরিষদে প্রথমবার ভারতীয়দের স্থান দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে, ভারতে সর্বপ্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনা গোখলের মস্তিষ্কপ্রসূত যা পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি বড়ো আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে গোখলে প্রয়াত হন। মহাত্মা গান্ধী লেখেন, "আমার কাছে স্যর ফিরোজ শাহ 'মেহতা' ছিলেন হিমালয়ের মতো, আর লোকমান্য (বাল গঙ্গাধর তিলক) ছিলেন সমুদ্রের মতো। কিন্তু (গোপালকৃষ্ণ) গোখলে ছিলেন গঙ্গার মতো। হিমালয় অপরিমাপযোগ্য, সমুদ্রে সহজেই যাতায়াত করা যায় না, কিন্তু পবিত্র গঙ্গায় সহজেই স্নান করে তরতাজা হওয়া যায়।" ■

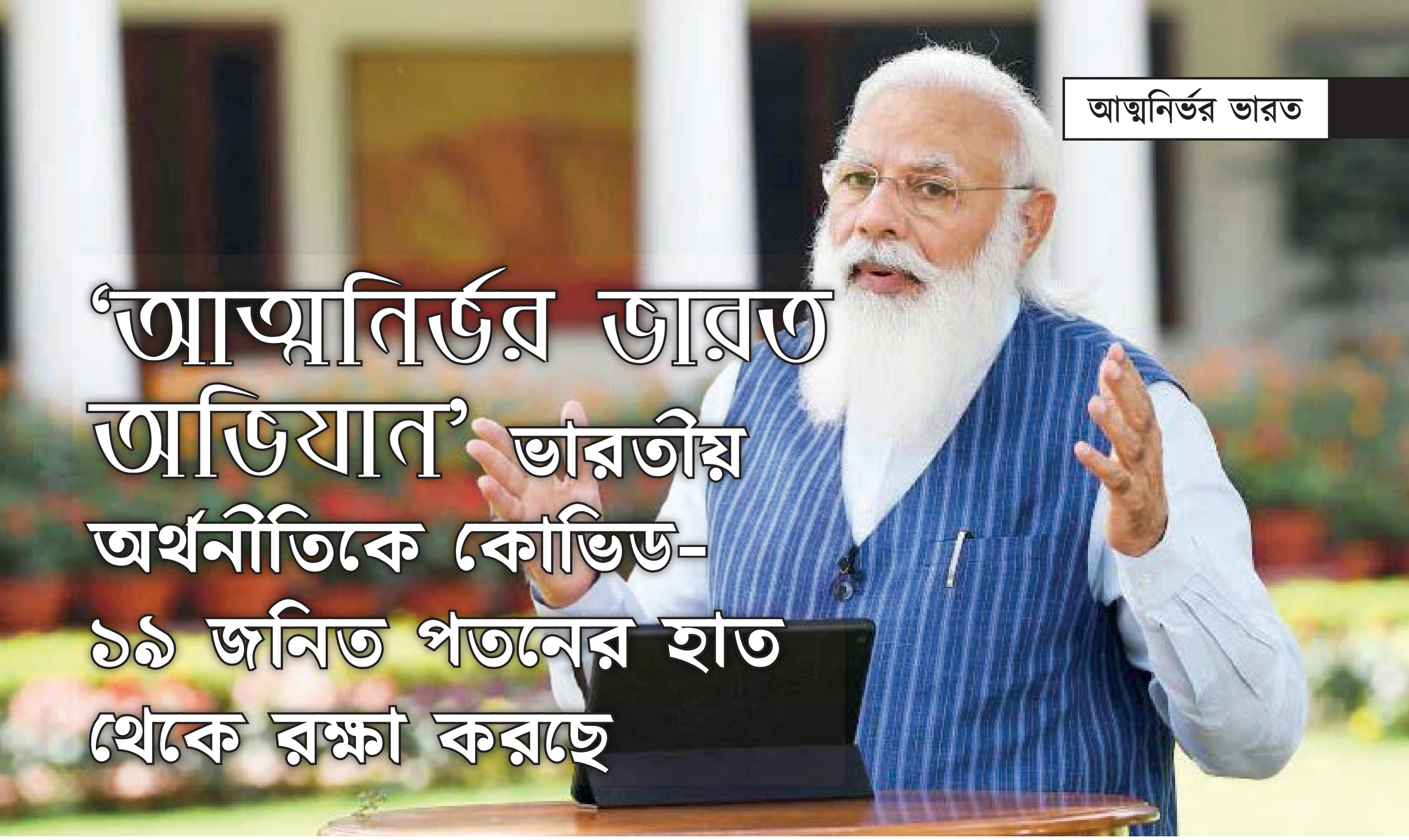

‘আত্মনির্ভর ভারত অভিযান’ ভারতীয় অর্থনীতিকে কোভিড-১৯ জনিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করছে

১২ মে ভারতের বর্তমান এবং ভবিষ্যত অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি এমন তারিখে পরিণত হয়েছে যা একটি গণ–আন্দোলনের জন্ম দিয়ে দেশের পরিস্থিতি এবং লক্ষ্য স্থির করে দিচ্ছে। এই তারিখটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ‘ভোকাল ফর লোকাল’ স্লোগানের মাধ্যমে করোনার মতো ভয়াবহ মহামারীর পর দেশকে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে গণ–আন্দোলনের দিকে ধাবিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাবনার পরিণামস্বরূপ আজ ভারত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বের পছন্দের দেশে পরিণত হয়েছে আর দেশে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া, মেড ফর ওয়ার্ল্ড’–এর মন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রাষ্ট্রনীতি রাজনীতির থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শতাব্দী ধরে এমন অনেক ঘটনা কিংবা ভাবনা দেশের সামনে উঠে এসেছে যখন ধনী-গরীব, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একজোট হয়ে রাষ্ট্র নির্মাণের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তেমনি গত বছর ১২ মে এই রাষ্ট্রনীতি দেশকে এমন দিশা প্রদান করেছে যা ভারতকে শুধু আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে সার্থক প্রমাণিত হয়নি, বিদেশি পণ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণের বিভিন্ন কারণকে নস্যাৎ করে স্বদেশী পণ্যের প্রতি উৎসাহ একে গণ-আন্দোলনে পরিণত করেছে। এর প্রমাণ বিশাখাপত্তনমের ভেঙ্কট মুরলীপ্রসাদের চিঠি থেকে পাওয়া যায়, যে চিঠি তিনি কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে লিখেছিলেন। ভেঙ্কট লিখেছেন, “আমি এই চিঠির সঙ্গে ২০২১-এর জন্য আমার এবিসি সংলগ্ন করছি।” প্রধানমন্ত্রী শুরুতে বুঝতেই পারেননি যে এই ‘এবিসি’ কী? কিন্তু যখন তিনি ওই চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন তালিকা দেখেন, তখন বুঝতে পারেন যে ইংরেজিতে এই ‘এবিসি’র মানে হল – ‘আত্মনির্ভর ভারত চার্ট’। সেই অত্যন্ত মজাদার তালিকায় ভেঙ্কট সেই সমস্ত পণ্যের নাম উল্লেখ করেন, যেগুলি তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করেন। এর মধ্যে বৈদ্যুতিন, স্টেশনারী এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির নাম লেখা ছিল। ভেঙ্কট তাঁর চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করে লেখেন যে এখন এমন সব পণ্য তিনি ব্যবহার করবেন যাতে দেশবাসীর পরিশ্রম এবং ঘাম লেগে রয়েছে। এরপর তিনি লেখেন, “আমরা জেনেশুনে কিংবা অজান্তেই সেইসব বিদেশি পণ্য ব্যবহার করি যেগুলির বিকল্প ভারতে সহজেই পাওয়া যায়!”

প্রধানমন্ত্রী মোদী ভেঙ্কটের এই উৎসাহে আপ্লুত হয়ে লেখেন, “আমাদের এই ভাবনাকে বজায় রাখতে হবে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করব, আপনারা প্রত্যেকেই একটি এমন তালিকা তৈরি করুন। সারাদিন ধরে যেসব পণ্য ব্যবহার করেন সেগুলি কোন দেশে তৈরি হয় তা নিয়ে ভাবুন। বিদেশি পণ্য আমাদের জীবনে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে সেগুলি আমাদের একরকম বন্দি করে ফেলেছে। এগুলির ভারতে তৈরি বিকল্প সম্পর্কে খোঁজ নিন আর এটা ঠিক করুন যে পরবর্তী সময়ে ভারতে তৈরি এবং ভারতের জনগণের পরিশ্রম ও ঘামমাখা পণ্যই আমরা ব্যবহার করব। এ ধরনের একটি সঙ্কল্প দেশের জন্যও প্রয়োজনীয়।”

আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ...

করোনা শুধু দেশের জনজীবনকে ত্রস্ত করেনি, অর্থনৈতিক উন্নতির গতিকেও থমকে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই গতিকে আবার ফিরিয়ে আনতে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২০-র ১৩ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত পাঁচ ধাপে ২০.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ১.০-র সম্পূর্ণ খসড়া দেশের সামনে তুলে ধরেন। ২০২০-র ১২ অক্টোবর ৭৩,০০০ কোটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ২.০ এবং ২০২০-র ১২ নভেম্বর ২,৬৫,০৮০ কোটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ৩.০ ঘোষণা করা হয়েছে। আসুন, আমরা এই বিভিন্ন ধাপে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ থেকে কী পেয়েছি এবং তার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়েছে তা দেখি।

আত্মনির্ভর ভারত ১.০

- **এক দেশ এক রেশন কার্ড:** ২০২০-র ১ সেপ্টেম্বর থেকে রেশন কার্ডধারীরা ভারতের যে কোনও রেশন দোকান থেকে তাঁদের রেশন তুলতে পারবেন।
- **প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা:** প্রায় ২৩.৯৭ লক্ষ স্ট্রিট ভেন্ডারদের ২১.২১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- **কিষাণ ক্রেডিট কার্ড যোজনা:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫৭.৪৪ লক্ষ কৃষককে ১.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা:** ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০-তে চালু হওয়া এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মৎস্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত ঘাটতি দূর করা। ২০২০-র ৯ ডিসেম্বরে এই প্রকল্পবাবদ ২,১৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- **নাবার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের আপৎকালীন মূলধন জোগান:** এর মাধ্যমে কৃষকদের ২৫,০০০ কোটি টাকা জোগান দেওয়া হয়েছে।
- **ইসিএলজিএস ১.০:** ৬০ লক্ষ সুবিধাভোগীকে ২.০৫ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান (প্রচারাভিযান) ২.০ :

ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স : এই প্রকল্পের মাধ্যমে এসবিআই উৎসব কার্ড সমস্ত সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে।

এলটিসি ক্যাশ ভাউচার প্রকল্প : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল অর্থনীতিতে গতি প্রদান।

- সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রক আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে অতিরিক্ত ২৫,০০০ কোটি টাকা মূলধনী ব্যয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে।
- দেশের ১১টি রাজ্যকে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ৩,৬২১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ভারত অভিযান (প্রচারাভিযান) ৩.০

- **আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনা :** এই যোজনার লক্ষ্য হল দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। ২০২১-এর ৩০ জুন পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু থাকবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলি ১,০০০ জন পর্যন্ত কর্মী নিয়োগ করবে, সরকার কর্মচারীদের বেতনের ১২% এবং নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে ১২% ইপিএফ-এ জমা করবে।
- **ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি প্রকল্প :** স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং অন্যান্য ২৬টি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- **আত্মনির্ভর উৎপাদনভিত্তিক উৎসাহ ভাতা প্রকল্প :** দেশজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে অন্তর্দেশীয় উৎপাদনশীলতাকে উৎসাহ জোগাতে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৩টি ক্ষেত্রে এই বাবদ পিএলআই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

আসলে প্রধানমন্ত্রী করোনার কুপ্রভাব থেকে দেশকে রক্ষার পাশাপাশি লাইনচ্যুত হয়ে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ও সুদৃঢ় করার এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনাও রচনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং দেশের ক্ষয়ক্ষতি যেন ন্যূনতম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী তৃতীয় লকডাউনের পর ১২ মে জাতির উদ্দেশে করোনা-পূর্ব এবং করোনা-পরবর্তী বিশ্বের অর্থনীতি, পরিকাঠামো ব্যবস্থা ও বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের ভবিষ্যৎ ছবি এঁকেছেন। সেজন্য তিনি স্থানীয় পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহ জোগানোর এবং আন্তর্জাতিক পরিচয় প্রদানের আহ্বান জানান। ফলস্বরূপ, আজ ভারতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধি

সংস্কারের ফল | অর্থনীতির পুনরুদ্ধার...

- সরকারের ২৯.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা প্যাকেজ ঘোষণা দেশের মোট জিডিপি-র প্রায় ১৫%। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ করতে আরও অনেক দেশ এই ধরনের আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। জাপান, আমেরিকা, সুইডেন, জার্মানি, স্পেন এবং চিন যথাক্রমে তাদের জিডিপি-র ২১.১%, ১৩%, ১২%, ১০৭%, ৭.৩% এবং ৩.৮% প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

- করোনার সঙ্কটকালে লকডাউনের সময় নানা বাধা-নিষেধের ফলে জিডিপি -২৩.৯ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভয়ানক মন্দার আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপের ফলে জিডিপি বৃদ্ধির হারে একটি 'ভি' আকৃতির পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে ০.৪% বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

- ২০২০-র এপ্রিল মাস থেকে ২০২১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ১০ মাসে ভারতে ৭২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। এই পরিসংখ্যান যে কোনও অর্থবর্ষের প্রথম ১০ মাসের তুলনায় বেশি।

সংক্ষেপে এখনও পর্যন্ত ঘোষিত উৎসাহ ভাতা

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা	১,৯২,৮০০ কোটি টাকা
আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযান ১.০	১১,০২,৬৫০ কোটি টাকা
প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা	৮২,৯১১ কোটি টাকা
আত্মনির্ভর ভারত প্রচারাভিযান ২.০	৭৩,০০০ কোটি টাকা
আত্মনির্ভর ভারত অভিযান ৩.০	২,৬৫,০৮০ কোটি টাকা
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ঘোষণা	১২,৭১,২০০ কোটি টাকা
মোট	**২৯,৮৭,৬৪১ কোটি টাকা**

- ২০২০ সালের মার্চ মাসে লকডাউনের আগে ভারত থেকে মোট রপ্তানি হয়েছিল ২১.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের, যা ২০২১-এর মার্চ মাসে ৪৮.২৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। এই সময়কালে যে পাঁচটি পণ্য সাধারণতঃ ভারতে সব থেকে বেশি আমদানি করা হয় সেগুলির আমদানি ৯০% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পেয়েছে। আমদানি হ্রাস পেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎসব-অনুষ্ঠান, পালা- পার্বণ, বিবাহ- অনুষ্ঠান – প্রত্যেক ক্ষেত্রে আজ মানুষ 'লোকাল'-এর জন্য 'ভোকাল' হচ্ছেন।

দেশে প্রথম লকডাউন শুরু হয়েছিল ২০২০-র ২৫ মার্চ। আর তার পরদিনই ২৬ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা ঘোষণা করে গ্রাম, গরীব ও কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১২ মে তারিখে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করার মাধ্যমে লকডাউনের মধ্যেই তাঁদের কাছে সাহায্য পৌঁছে গিয়েছে। এই ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রী শিল্প জগতের বিশ্বাস অর্জন করা থেকে শুরু করে ওষুধ কোম্পানিগুলির সঙ্গে, চিকিৎসক সমাজের সঙ্গে, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, কৃষি, শক্তি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জন করেন। দলগত ভাবনার উর্দ্ধে উঠে দেশের স্বার্থে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পাঁচবার বৈঠকে বসেছেন, তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। যেভাবে মোদী এই অভিযানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার ফলে আগামীদিনে ভারত রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর যে পাঁচটি ধাপে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্যাকেজ ঘোষণা করেন, তাও রণনৈতিক কৌশল ছিল। প্রথমদিন ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ডস্বরূপ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদনে জোর দেন। দ্বিতীয় দিন কৃষক, শ্রমিক, রেললাইনের দু'পাশে পসরা বসানো মানুষজনদের কর্মসংস্থান ও আবাসনের মতো উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় দিন কৃষি উৎপাদন এবং পশুধন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ দিনে দেশের মৌলিক পরিকাঠামোতে গতি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আর শেষদিনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো করোনা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিভাবে পরিবর্তন আনা হবে সেই চিন্তা ব্যক্ত করা হয়। ■

টিকা উৎসব

এর মাধ্যমে করোনাকে তীব্র প্রহার

গোটা বিশ্বে করোনা সংক্রমণ আরেকবার দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করেছে। ভারতেও এর দ্বিতীয় ঢেউ দ্রুতগতিতে অসংখ্য মানুষকে সংক্রমিত করছে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে যে মহামারীকে দুর্বল মনে হচ্ছিল, তা আরেকবার ভয়াবহ রূপে গোটা বিশ্বের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সিবিএসই আয়োজিত দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে আর তারপর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাও স্থগিত রাখতে হয়েছে। অন্যদিকে, দেশে টিকাকরণ কর্মসূচি আরও তীব্র হয়েছে। সবাই যাতে যথাযথ চিকিৎসা পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারতে ১৬ জানুয়ারি তারিখে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের টিকাকরণের মাধ্যমে করোনা টিকাকরণ শুরু হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে অগ্রণী যোদ্ধা কর্মীদেরও টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ১ মার্চ থেকে ৬০ বছরের বেশি বয়সী সবাইকে এবং ৪৫-৫৯ বছর বয়সী বিভিন্ন কঠিন রোগাক্রান্ত মানুষদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। এর মাঝে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ায় সরকার ১ এপ্রিল থেকে ৪৫ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককে টিকাকরণে সামিল করে নিয়েছে। ১২ এপ্রিল থেকে কর্মস্থলেও ৪৫ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেকের টিকাকরণ শুরু করা হয়েছে। ১মে থেকে ১৮ বছরের উর্দ্ধে সবাইকে টিকা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এখন ১৮ বছরের উর্ধ্বে সবাইকে টিকা

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেশ কিছু রাজ্য আক্রান্ত। নতুন নতুন রোগী, সংক্রমণের তীব্র হার পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এখন করোনা সংক্রমণের এই শৃঙ্খলকে ভাঙার জন্য 'টেস্ট, ট্র্যাক, ট্রিটমেন্ট' – এই তিন মন্ত্র নিয়ে টিকা উৎসবের মাধ্যমে দেশ কোমড় বেঁধে লড়াইয়ে নেমেছে।

রেমডেসিভির-এর রপ্তানি নিষিদ্ধ

সরকার রেমডেসিভির ইঞ্জেকশনের রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা রোগীদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা যখন কমে যায় তখন রেমডেসিভির ইঞ্জেকশন দিলে কাজ হয়। দেশে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার এই ইঞ্জেকশন রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। ভারতের ৭টি কোম্পানি এই ইঞ্জেকশন উৎপাদন করে। তারা প্রতিদিন ৩৮.৮০ লক্ষ ইঞ্জেকশন উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে।

আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য স্পুটনিক-ভির অনুমোদন ; শীঘ্রই আরও কিছু টিকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে

সরকার, রাশিয়ায় উৎপাদিত স্পুটনিক-ভি টিকা ভারতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেছে। তাছাড়া আরও কিছু টিকা আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেবার কথা ভাবা হচ্ছে। সারাদেশে কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড-এর মাধ্যমে টিকাকরণ অভিযান চলছে। এখন আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য এই স্পুটনিক ভি মঞ্জুর করা হয়েছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অ্যাসট্রাজেনেকা যৌথভাবে কোভিশিল্ড তৈরি করেছিল। পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এই টিকা উৎপাদন করছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরলজি-র সঙ্গে যৌথভাবে বায়োটেক কোভ্যাক্সিন তৈরি করেছে। স্পুটনিক ভি উৎপাদন করবে ডঃ রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ। এই টিকার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ৯১.৬% প্রমাণিত হয়েছে।

টিকা সম্পর্কে সতর্কীকরণ

১৯,২৯,৩২৯ মোট সক্রিয় রোগী		
১,২৯,৫৩,৮২১ সুস্থ হওয়া রোগী	১,৭৮,৭৬৯ মৃত্যু	৮৬.০০% সুস্থতার হার

১৮ এপ্রিল পর্যন্ত মৃত্যু হার (১.১৯%)

সবচেয়ে দ্রুত : ৮৫ দিনে ১০ কোটি টিকাকরণের রেকর্ড

১০ই এপ্রিল ২০২১-এ ভারত করোনা টিকাকরণ অভিযানে একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। ১৬ই জানুয়ারি এই টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছিল। তারপর ৮৫ দিনে ১০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি সবচেয়ে দ্রুত টিকাকরণ অভিযান। আমেরিকা ৮৫ দিনে ৯.২ কোটি মানুষকে টিকা দিয়েছে, আর চিন এই একই দিনে ৬.১৪ কোটি মানুষকে দিয়েছে। ৫ই এপ্রিল ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড পরিমাণ ৪৩ লক্ষ মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

রেমডেসিভিরের রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা

রেমডেসিভির ইনজেকশনের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা রোগীদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা যখন কমে যায়, তখন রেমডিসিভির ইনজেকশন দেওয়া হয়। কোভিড – ১৯ এ সংক্রমিতদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় এই ইনজেকশনের চাহিদাও বাড়ছে। আর সেই প্রেক্ষিতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত। দেশে সাতটি সংস্থা এই ইনজেকশন তৈরি করে। তারা প্রতিদিন ৩৮.৮ লক্ষ ইনজেকশন উৎপাদন করে। এছাড়াও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সরকার, বেশ কিছু ওষুধের উপাদন রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এছাড়াও দেশে ওষুধ প্রস্তুতকারকদের, তাদের মজুত এবং বিতরণকারীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে জানাতে হবে। ■

টেস্টিং, ট্র্যাকিং এবং ট্রিটিং-এর ওপর জোর

সবচাইতে বেশি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রে। এই রাজ্যের অনেক জায়গায় আংশিক লকডাউন চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ৮ই এপ্রিল সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে টেস্টিং, ট্র্যাকিং এবং ট্রিটিং প্রক্রিয়ায় জোর দিতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কল্পনা করুন গত বছর কী অবস্থা ছিল। আমাদের কোনও টেস্টিং ল্যাব ছিল না। পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক ছিল না, পিপিই কিটও ছিল না। একমাত্র লকডাউনের মাধ্যমেই আমরা সেই সময় পরিত্রাণের পথ খুঁজেছি, সেই সুযোগে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছি। সেই কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে দেশে চিকিৎসা পরিষেবা ও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু আজ যখন আমাদের হাতে সমস্ত উপায় রয়েছে, তখন বিশেষ করে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে বেশি সংখ্যায় 'টেস্টিং' করানো উচিৎ।"

প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়গুলিতে জোর দিয়েছেন...

- কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার সবচাইতে বড় বিষয় হল টিকা যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখা
- বারবার সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যাতে তাঁরা নিয়মিত মাস্ক পরেন এবং অন্যান্য কোভিড নিয়মাবলী পালন করেন। এমনকি টিকা নেওয়ার পরও এগুলি পালন করতে হবে
- ১১ই এপ্রিল জ্যোতিবা ফুলের জন্মদিনে এবং ১৪ই এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিনে টিকা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল
- চারটি বিষয়ে জোর দিতে হবে, প্রথমতঃ – 'ইচ ওয়ান, ভ্যাক্সিনেট ওয়ান' অর্থাৎ, প্রত্যেককেই আরেকজনকে টিকাকরণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে, অর্থাৎ অশিক্ষিত মানুষ, বয়স্ক নাগরিক এবং যাঁরা অসহায় তাঁদেরকে টিকাকরণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে
- দ্বিতীয়তঃ – 'ইচ ওয়ান, ট্রিট ওয়ান' অর্থাৎ, যাঁরা সহায়-সম্বলহীন এবং এ সম্পর্কে অবহিত নন, এরকম অন্তত একজনের করোনা চিকিৎসার জন্য প্রত্যেককে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে
- তৃতীয়তঃ – 'ইচ ওয়ান, সেভ ওয়ান' অর্থাৎ, আমি নিজেও মাস্ক পরবো এবং অন্যদেরকেও মাস্ক পরতে উদ্বুদ্ধ করে নিরাপদ থাকতে সাহায্য করব
- চতুর্থতঃ – সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে কারোর করোনা সংক্রমণ হলে তাঁর চারপাশের সমাজকে একটি মাইক্রো-কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে

ভিমার প্রতিস্পর্ধা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আর ঝলকারির বিক্রমে ঝাঁসির গর্ব

১০ মে ১৮৫৭ ... এই তারিখে ভারতে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, ইংরেজরা একে যতই সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়ে থাকুক, কিন্তু এই দিনটি আজও আমাদের আত্মাভিমান এবং সম্মানের স্বার্থে সেই বিপ্লবের প্রতীক যার প্রভাব পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক ভারতবাসীকে আলোড়িত করেছিল, আর সেজন্যই ১৬৪ বছর পরও আজ আমরা সেই বিপ্লবীদের কথা স্মরণ করছি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরকম কত না অসংখ্য পর্যায় রয়েছে যা থেকে আমরা প্রেরণা গ্রহণ করি, প্রাণশক্তি পাই। এমন কত না প্রয়াত সেনানী রয়েছেন যাঁদের প্রতি প্রতিদিন দেশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। যখন আমরা দাসত্বের সেই দিনগুলির কথা কল্পনা করি যেখানে কোটি কোটি মানুষ কয়েক শতাব্দী ধরে স্বাধীনতার একটি নতুন প্রভাতের জন্য অপেক্ষায় ছিল, তখন এই অনুভূতি আরও প্রবল হয় যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন কতটা ঐতিহাসিক এবং কতটা গৌরবময়। যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শব্দে বলি তাহলে, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে কোনও রাষ্ট্রের গৌরব তখনই জাগ্রত থাকে যখন দেশবাসী নিজেদের আত্মাভিমান এবং আত্মবলিদানের পরম্পরা পরবর্তী প্রজন্মকেও শেখান। তাঁদের সমস্ত শিষ্টাচার পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করেন। এভাবে দেখলে এবারের উদযাপনে শাশ্বত ভারতের পরম্পরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ছায়া এবং স্বাধীন ভারতকে গৌরবান্বিত করার উন্নয়ন যাত্রাও সামিল রয়েছে। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন লড়াই, ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাগুলিতেও নিজস্ব প্রেরণার উৎস রয়েছে, নিজস্ব বার্তা রয়েছে; যেগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের নতুন ভারত এগিয়ে যেতে পারে।

> *কোনও সঙ্কল্প সমারোহ ছাড়া সফল হয় না। যখন কোনও সঙ্কল্প সমারোহের রূপ গ্রহণ করে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিজ্ঞা এবং প্রাণশক্তি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ৭৫ বছরের সমারোহ ১৩০ কোটি ভারতবাসীর অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই উদযাপন করতে হবে, আর এই অংশীদারিত্বই এই সমারোহের প্রাণভ্রমরা। এই সমারোহে ১৩০ কোটি দেশবাসীর অনুভূতি, পরামর্শ এবং স্বপ্ন সামিল হয়েছে।*
>
> -প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ঝলকারি বাঈ

যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতিস্পর্ধার মূর্ত রূপ

দেশ এবং বিশ্বে নিজের পরাক্রমের পতাকা ওড়ানো ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈকে কে না চেনে! এই বীরাঙ্গনা তাঁর নিজের পরাক্রমে ইংরেজদের এমন নাস্তানাবুদ করেছিলেন যে তাদের সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। পরাক্রমের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈকে সাক্ষাৎ দুর্গার অবতার মনে করা হয়। আর তাঁর সহযোগী বীরাঙ্গনা ঝলকারি বাঈ ছিলেন তাঁর প্রধান হাতিয়ার। ঝলকারি বাঈ ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর নিয়মিত সৈন্যদলে মহিলা দুর্গা দলের সেনাপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটি দরিদ্র এবং দলিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চেহারা এবং শরীরের গঠন অনেকটাই রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে মিলত। ফলে ইংরেজ সৈন্যদলকে ধোঁকা দিতে তিনি অনেকবার রানির পোশাক পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। রানিকে ঝাঁসির দুর্গ থেকে নিরাপদভাবে বাইরে বের করে আনার জন্যও ঝলকারি বাঈ তাঁর পোশাক পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বুন্দেলখণ্ডে কথিত আছে, লড়াই করতে করতে ঝলকারি বাঈ সরাসরি ইংরেজ জেনারেল এইচ রোজ-এর সামনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ঝলকারিকে রানি ভেবে ইংরেজরা খুশি হয়ে গিয়েছিল। ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিৎ। রানির পোশাকে ঝলকারি বলেন, আমাকে ফাঁসি দাও! কথিত আছে, তাঁর এই উত্তর শুনে ইংরেজ জেনারেল বলে উঠেছিলেন – "যদি ভারতের ১ শতাংশ মহিলাও এঁর মতো হন, তাহলে ব্রিটিশকে দ্রুত ভারত ছেড়ে যেতে হবে!" ঝলকারি বাঈ-এর এই পরাক্রমগাথা আজও বুন্দেলখণ্ড এবং বক্সারের জনগণের মনে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে।

ভিমা

ছিলেন নিমাড়ের রবিনহুড

মধ্যপ্রদেশের খারগন অঞ্চলটি জনজাতি নায়ক ভিমার কর্মভূমি রূপে পরিচিত। মধ্যপ্রদেশের এই অংশটি নিমাড় নামেও পরিচিত। এই ভিমা নায়ক তাঁর ১০,০০০ জনজাতি অনুগামীকে নিয়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এই অঞ্চল থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর পরাক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কেঁপে উঠেছিল। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল মধ্যভারতের বড়ওয়ানি রিয়াসত থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রের খান্দেশ পর্যন্ত। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা তীর-ধনুক হাতে নিয়েই ইংরেজদের বন্দুকের মোকাবিলা করতেন। এভাবে ইংরেজদের রাজকোষ লুঠ করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতেন। সেজন্য তাঁকে নিমাড়ের রবিনহুডও বলা হত। ভিমাকে বাগে আনার জন্য ইংরেজরা অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল। কথিত আছে, ইংরেজ সেনা যখন এভাবে ভিমাকে বাগে আনতে পারেনি, তখন তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে প্রলোভন দেখিয়ে বাগে এনে, তার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে ভিমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তারের পর ভিমা নায়কের কালাপানির সাজা হয়। তাঁকে আন্দামান-নিকোবরের পোর্ট ব্লেয়ারের কারাগারে রাখা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। ১৮৭৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারেই তিনি শহীদ হন। ■

প্রধানমন্ত্রী যুবসম্প্রদায়কে উৎসাহিত করলেন পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচির মাধ্যমে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'রিয়েল পলিটিক' এক্সিজেনিসিসের প্রাধান্য থাকা আন্তর্জাতিক এক নেতার ভূমিকা পালনের পাশাপাশি, দ্রুততার সঙ্গে এক অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেকে পরামর্শদাতার ভূমিকায় নিয়োজিত করতে পারেন। পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচির চতুর্থ সংস্করণে প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণে এই ভূমিকাই পালন করেছেন। এ থেকেই তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার প্রমাণ মেলে। ছাত্রছাত্রীদের আরও শিক্ষিত করে তুলতে তাঁর অশেষ অঙ্গীকার পরামর্শদাতা ভূমিকার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচির চতুর্থ সংস্করণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একজন বন্ধু হিসাবে মতবিনিময় করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশ্বাসের মানসিকতা সুদৃঢ় করতে দ্বিধাহীন হয়ে পরীক্ষায় বসার পরামর্শ দেন।

ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার শোভাযাত্রা কি কেবল সাফল্যের সংকেতবাহী? ছাত্রছাত্রীদের কাছে অধিকাংশ সময় এই প্রশ্ন মনে উঠে আসে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষার ফলাফল কেবল ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি। কিন্তু, এখন ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এই মাপকাঠিতে পরিবর্তন আসছে। এখন পরীক্ষা কেবল মানসিক বোঝা নয়, বরং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে নিজেদেরকে বাধা-বিপত্তি সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তুত করে তোলা।

পরপর চার বছর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকে কেবল তাঁদের চূড়ান্ত গন্তব্য হিসাবে যেন মনে না করেন, বরং একে জীবনের একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা উচিৎ। জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। অভাবনীয় করোনা সঙ্কটের মধ্যে এবারই প্রথম এই কর্মসূচি ভার্চ্যুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচিতে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগ দিয়েছেন। প্রকৃত এক বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের চিন্তাভাবনা অবশ্যই এক এবং আমাদের সংকল্পও অভিন্ন।

তিনি আরও বলেন, ভালো বই, চলচ্চিত্র, গল্প, কবিতা, সুস্থ অভিজ্ঞতা – এ সবই প্রশিক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। আর এই পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে আমরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবো।

“ যে বিষয়গুলি অন্তরের সঙ্গে জুড়ে যায় এবং চিন্তাধারার অংশ হয়ে ওঠে, সেগুলি কখনই ভোলা যায় না। তাই, কোনও বিষয় মুখস্ত করার পরিবর্তে অন্তরে গ্রহণ করা উচিৎ।

—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে কিন্তু পরীক্ষা পে চর্চা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি

ক্রমবর্ধমান করোনা পরিস্থিতিতে সিবিএসি-র পরীক্ষা আয়োজন সংক্রান্ত এক উচ্চস্তরীয় কমিটির বৈঠকে পৌরহিত্য করে প্রধানমন্ত্রী একজন প্রকৃত অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়ার ব্যাপারে একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে এই সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, এর ফলে পড়ুয়াদের জীবনে আরও সমস্যায় পড়তে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু, ঠিক এক সপ্তাহ আগেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্ষিক পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ভীতি দূর করার একাধিক মন্ত্র দেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত করে তুলতে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এমন এক জীবনশৈলী অনুসরণ করার পরামর্শ দেন, যা তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ : প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিন্তাভাবনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন

ভয়-ভীতি কাটিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া

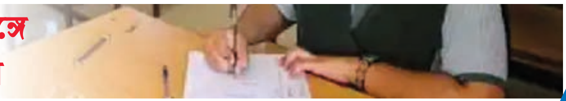

পরীক্ষাকে কখনও ভয় পেয়ো না : পরীক্ষা এই প্রথমবার হচ্ছে না বা হঠাৎ করে নেওয়া হয় না। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই অনুসারে, ছাত্রছাত্রীদের মনে পরীক্ষা নিয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু বাস্তবে গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে এই পরীক্ষা কেবল পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে উন্নীত হওয়ার মাপকাঠি মাত্র।

পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে যাবতীয় ভীতি ঝেড়ে ফেলো : ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে যে তারা পরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুত হয়েছে। তাই, যাবতীয় মানসিক ভীতি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে রেখে আসতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে মনোযোগ করতে হবে ভালো উত্তর লেখার বিষয়ে।

প্রতিটি বিষয়ের জন্য সমান সময় : ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোর সময় বাড়ানোর পাশাপাশি, সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেও সমান সময় ধার্য করতে হবে। যদি একজন ছাত্র পড়াশুনোর জন্য দু'ঘণ্টা সময় স্থির করে, তা হলে সেই সময় সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

সংকল্প হবে স্পষ্ট : স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। একজন ছাত্র বা ছাত্রী কি হতে চায়, সে ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। তাই, যখনই সে বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প নেওয়া যাবে, এগিয়ে চলার পথ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চাপ মুক্ত থাকা : শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা কেবল জীবনে সফল বা ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। জীবনকে সেই রূপ দিতে হবে, যা অন্তর থেকে প্রতিফলিত হয়। তাই, সমাজ ও বাবা-মায়ের চাপ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।

বিপ্লবীদের থেকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে : এমন ৭৫টি ঘটনা খুঁজে বের করতে হবে, যার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যে কোনও বিপ্লবীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। নিজের মাতৃভাষায় এই ঘটনাগুলিকে লিখে রাখতে হবে।

সারা বছরের জন্য পরিকল্পনা : সারা বছরের জন্য এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও দাদু-দিদিমাদের কাছ থেকেও প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে।

অবসর সময়ও সম্পদের মতো : অবসর সময়কে কখনই নিষ্ফলা হিসাবে গণ্য করা উচিৎ নয়। অবসর সময় জীবনের জন্য এমন এক সুযোগ, যা একজন মানুষকে রোবট হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

আত্ম-শিক্ষণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পদাঙ্ক কর্মমুখী দক্ষতার জন্য এবং নিজের চারপাশে জীবনশৈলীতে পরিবর্তনের বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে অনুসরণ করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী, নিজেকে নিজেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

কোনও একটি বিষয়কে চিন্তাভাবনায় জায়গা দিতে হবে : যখন কোনও একটি বিষয়কে আত্মস্থ করা সম্ভব হবে, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। এমনকি, তা কখনও স্মৃতি থেকেও মুছে যাবে না।

আত্মনির্ভর ভারতকে জীবনের মন্ত্র করে তোলা :
আজ আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে চাই। এই পরীক্ষায় যে কেউ উত্তীর্ণ হবে। আর এই পরীক্ষা হ'ল ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা, যার জন্য আমাদের স্থানীয় পণ্য সামগ্রীর প্রতি আরও বেশি আন্তরিক হয়ে উঠতে হবে।

শিক্ষকরা সময় সদ্ব্যবহারে ও মৌলিক জ্ঞানের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন

সময়ের সদ্ব্যবহার কৌশল শিখে নেওয়া : ছাত্রছাত্রীদের সময়ের সদ্ব্যবহার ও তার যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে পারদর্শী করে তুলতে হবে। তাই, পাঠ্যসূচির সীমার বাইরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

অনুমান শক্তির ওপর নির্ভর না করে বাস্তবিক প্রয়োগমূলক মানসিকতা গড়ে তোলা : ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত পরামর্শ আত্মস্থ করতে নাও পারে। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের চিন্তাভাবনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি, তাঁদের আত্মবিশ্লেষণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে শিক্ষা দিতে হবে। তাই, অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং শিষ্টাচারের মাধ্যমে তাদের মনে সুঅভ্যাসের বীজ বপণ করতে হবে।

বাবা-মা ও অভিভাবকদের রোল মডেল হয়ে উঠতে হবে

আপনার ছেলেমেয়েকে চাপ দেবেন না : জীবন অনেক বড়। আর এই সুদীর্ঘ জীবনে পরীক্ষা কেবল সাময়িক বিরতি। তাই, আমরা কোনোভাবেই ছেলেমেয়ের ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করবো না। আসলে এই চাপ ছেলেমেয়েদের ওপর থেকে দূর করা গেলে পরীক্ষার কোনও রকম ভীতি তাদের মনে থাকবে না। তাই, চেষ্টা করুন বাড়িতে এক চাপমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে, যা তাদেরকে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বাবা-মা শিশুর কাছে রোল মডেল : ছেলেমেয়েরা এখন খুব স্মার্ট। তাই, তাদেরকে যা করতে বলা হয়, তা তারা অধিকাংশ সময়েই করে না। কিন্তু, বাবা-মা কি করছেন, তা তারা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে এবং বোঝার চেষ্টা করে আসলে আমরা কি করতে চাইছি।

শিশুর পছন্দ-অপছন্দ বোঝার চেষ্টা করুন : আপনার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করুন এবং তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি উপলব্ধি করুন। এর ফলে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মানসিকতায় ঘাটতি দূর করা সম্ভব হবে।

আপনার শিশুকে ভয়মুক্ত করে তুলুন : কখনই ছেলেমেয়ের পরীক্ষার ফলাফলকে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেবেন না। যদি পরীক্ষার ফলাফল-ভিত্তিক ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে চান, তা হলে তা নেতিবাচক মনোভাবের সম্ভাবনা তৈরি করে।

শিশুদের পরম্পরাগত খাদ্যের প্রতি উৎসাহিত করুন : আমাদের পরম্পরাগত রন্ধন প্রণালীর ওপর গর্ববোধ করতে হবে। এমনকি, আমাদের এ ধরনের খাবারের গুণমান ও তার সুফল সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে।

শিশুর আরও মনের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করুন : আপনি যদি আপনার নতুন জীবনের যাত্রাপথ সুগম রাখতে চান এবং বয়সের প্রভাব এড়িয়ে নিজেকে মানসিক দিক থেকে তারুণ্যে ভরপুর করতে চান, তা হলে আপনার শিশুর মনের কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করুন এবং তাদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটান। এরকম করতে পারলে আপনার শিশু ও আপনার মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। ■

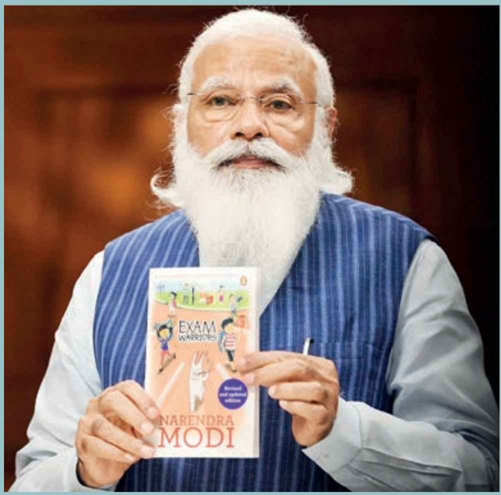

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রশ্নের উত্তর দেন

অন্ধ্রপ্রদেশের ছাত্রী পল্লবী এবং কোয়ালালামপুরের ছাত্র অর্পণ পান্ডে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন কিভাবে পরীক্ষা ভীতি কমানো যায়?

এটা কেবল পরীক্ষার ভীতি নয়, বরং পারিপার্শ্বিক প্রভাব মাত্র। আর, এই কারণেই তোমরা পরীক্ষাকে জীবনের সবকিছু মনে করো। আসলে এই পরীক্ষা জীবনের আরও একটি অঙ্গ। পরীক্ষা একজন ছাত্রছাত্রীকে আরও বেশি সতর্ক ও সচেতন করে তোলে। জীবন অনেক বড় এবং এই জীবনের একটি সাধারণ অঙ্গ হ'ল পরীক্ষা। তাই, বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আত্মীয়-পরিজনরা শিশুর ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করবেন না। পরীক্ষাকে মেধা যাচাইয়ের সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু, কখনই পরীক্ষার ফলাফলকে জীবনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেওয়া চলবে না। যে সকল বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সক্ষমতা ও দুর্বলতার বিষয়গুলি খুব ভালোভাবেই জানেন।

বর্তমান সময়ে একটি শিশুকে বড় করে তোলা বাবা-মায়ের কাছে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে জীবনশৈলীতে পরিবর্তন। তাই, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা কিভাবে নিজের ছেলেমেয়ের আচার-আচরণ, অভ্যাস ও সুচারিত্রিক বিষয়টি সুনিশ্চিত করবো?

আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এক পিতা প্রবীণ কুমার। আসলে আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যি খুব কঠিন। আমি আপনাকে বলবো, প্রথমে আপনি এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এটা এরকম নয় যে, আপনি যেভাবে জীবনযাপন করেন, আপনার ছেলেমেয়েরাও তা অনুসরণ করবে। অবশ্য, যদি আপনি আপনার ছেলেমেয়ের মধ্যে কোনও রকম অবক্ষয়ের ইঙ্গিত পান, তা হলে এটা আমাদের মনে করতে হবে যে, বিপথগামীতার শুরু হয়েছে মাত্র। একটি কথা আমার এখন মনে পড়ছে যে, একবার স্টার্টআপ - এর সঙ্গে যুক্ত কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় পশ্চিমবঙ্গের একটি মেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়ে বলেছিলেন, নিজের স্টার্টআপ গড়ে তোলার জন্য আমি মাস মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। তাই, আমার মা যখন এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এটা বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। মেয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্টার্টআপ গঠন নিঃসন্দেহে তাঁর মা-কে হতাশ করে তুলেছিল। কিন্তু, পরে তাঁর ঐ স্টার্টআপ চালুর পরিকল্পনা সফল হয়। আপনাকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আপনি আপনার ছেলেমেয়ের ওপর নিজের ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছেন না তো! তাই, আমাদের এটা স্থির করতে হবে যে, আমাদের পরিবার ও ঐতিহ্য কিভাবে মৌলিক মূল্যবোধগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

ভারত উৎপাদন ক্ষেত্রে হাব হয়ে উঠবে; ১ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতীর কাজের সুযোগ তৈরি হবে

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতকে উৎপাদন ক্ষেত্রের অন্যতম কেন্দ্র বা হাব হিসাবে গড়ে তুলতে ১৩টি ক্ষেত্রে উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা (পিএলআই) কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি হার্ডওয়্যার ক্ষেত্রকে সামিল করা হয়েছে। এই কর্মসূচির ফলে আগামী ৫ বছরে অতিরিক্ত ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হবে। এমনকি, এই কর্মসূচি দেশে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের বিকাশে সহায়ক হবে এবং ১ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতীর কাছে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেবে

এই কর্মসূচি সরকারের আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের একটি ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ। উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা কর্মসূচির জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট সংস্থান রয়েছে। এই অর্থ কাজে লাগিয়ে আগামী ৫ বছরে ৫২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ৯টি ক্ষেত্রের জন্য এই কর্মসূচি অনুমোদন করেছে। এর ফলে, শিল্প সংস্থা ও লগ্নিকারীদের কাছে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বাকি, ৪টি ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি অনুমোদনের বিষয়টি মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীন।

উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা কর্মসূচির প্রেক্ষাপট ও সুবিধা

- উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে এবং যুবসম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ৭ বছরে দেশে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আওতায় এই প্রথম এ ধরনের উৎসাহ ভাতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
- এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বে ভারতকে উৎপাদনের অন্যতম গন্তব্য হিসাবে গড়ে তোলা, যাতে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে ভারতকে উৎপাদন ক্ষেত্রে অগ্রণী দেশে পরিণত করা যায়।

এই কর্মসূচিতে শিল্প ক্ষেত্রের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে উৎপাদন ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করে জিডিপি-তে এই ক্ষেত্রের অবদান বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা যায়। উৎপাদনের দিক থেকে দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি, মেক ইন ইন্ডিয়া মন্ত্রকে সামনে রেখে মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড –এর জন্য আরও বেশি গুণমানসম্পন্ন সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি করা। উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতকে বিশ্ব বাজারে আরও বেশি প্রতিযোগিতাসম্পন্ন করে তুলে আর্থিক দিক থেকে অগ্রণী দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্ব সরবরাহ-শৃঙ্খলে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতকে যুক্ত করতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ■

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত ৯টি ক্ষেত্রে পিএলআই কর্মসূচি অনুমোদন করেছে :

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

১০,৯০০ কোটি টাকার সংস্থান | প্রায় ২.৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ

ওষুধ শিল্প

১৫,০০০ কোটি টাকার সংস্থান | প্রায় ১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ

আইটি হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট

৭,৩৫০ কোটি টাকার সংস্থান | প্রায় ১.৮ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ

সোলার পিভি মডিউল ক্ষেত্রে

৪,৫০০ কোটি টাকার সংস্থান | ১.৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ

টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে

১২,১৯৫ কোটি টাকার সংস্থান | ৪০,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ

এসি এবং এলইডি অথবা হোয়াইট গুডস্ ক্ষেত্রে

৬,২৩৮ কোটি টাকার সংস্থান | ৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ

গত বছর ঘোষিত পিএলআই

৬৯৪০ কোটি টাকা — ফার্মাসিউটিকাল - এপিআই ক্ষেত্রে

৪০,৯৫১ কোটি টাকা — ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে

৩৪২০ কোটি টাকা — চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্ষেত্রে

প্রত্যাশা পূরণ

সকলের কাছে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহারের সুযোগ

উজ্জ্বলা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হ'ল সকলের কাছে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। একটা সময় ছিল, যখন সমাজের উচ্চ বর্গের মানুষ এবং শহরগুলিতে এক চেটিয়াভাবে রান্নার গ্যাসের মতো মূল্যবান জ্বালানী সম্পদের ব্যবহার হ'ত। কিন্তু, এখন এই কর্মসূচি চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। একই সঙ্গে তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি, পরিবেশের সুরক্ষা আরও নিবিড় হয়েছে। বৈপ্লবিক প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা কর্মসূচির সূচনার সময় থেকে ছয় বছরে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) ব্যবহার বেড়ে হয়েছে ৯৯.৬ শতাংশ। প্রায় ৮ কোটি পরিবারকে নিখরচায় রান্নার গ্যাসের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার ফলেই পরিচ্ছন্ন জ্বালানী হিসাবে এলপিজি ব্যবহারের পরিধি বেড়েছে। এই কর্মসূচির সাফল্য ও প্রভাব কতখানি তা প্রতিফলিত হচ্ছে ঘানা ও বাংলাদেশে একই ধাঁচের কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে।

ছোটবেলার একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। আপনারা সকল মা-বোনেরা যাঁরা স্কুলে গেছেন, তাঁরা এই গল্প অবশ্যই পড়েছেন। মুন্সি প্রেমচাঁদ ছিলেন দেশের অন্যতম বিশিষ্ট ও পারদর্শী লেখক। তাঁর রচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্প হ'ল ঈদগাহ। ১৯৩৩ সালে তিনি এই গল্পটি লিখেছিলেন। গল্পের মূল চরিত্রে ছিল বাচ্চা ছেলে হামিদ। এই হামিদ মেলায় গিয়ে মিষ্টি না খেয়ে তার দিদিমার জন্য একটি খুন্তি কিনেছিল। রান্নার সময় যাতে তার দিদিমার হাত পুড়ে না যায়, সেজন্যই এটি কেনে। মুন্সি প্রেমচাঁদের গল্প আজও আমায় অনুপ্রাণিত করে। আমি মনে করি, ছোট্ট হামিদ যদি এরকম কাজ করতে পারে, তা হলে দেশের প্রধানমন্ত্রী করতে পারবেন না কেন?

- উজ্জ্বলা সুফলভোগীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতবিনিময়

আগে যখন রান্নার গ্যাস-স্টোভ ছিল না, দিনের অর্ধেক সময়ই রান্নার জন্য অতিবাহিত হ'ত। সে সময় রান্নার জন্য জ্বালানী হিসাবে কাঠ ব্যবহার করা হ'ত। বর্ষার সময় মাটির উনুন প্রায়শই বৃষ্টির জলে ভরে যেতো। এমনকি, রান্নার জ্বালানী হিসাবে রাখা কাঠ ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যেত। ফলে, তা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেত না। শিশুদের না খেয়ে ক্ষুধায় থাকতে হ'ত। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সুস্মিতা জানিয়েছেন, আমি আমার ছেলেমেয়ে এমনকি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেতাম না। কিন্তু, যখন থেকে আমরা রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেয়েছি, তখন থেকে আমাকে বর্ষায় সময় কোনও সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়নি। এখন আমি আমার ছেলেমেয়ে ও পরিবারকে সময় দিতে পারছি। একমুখ হাসি নিয়ে অভিজ্ঞতার এই কথা জানানো একমাত্র সুস্মিতার নয়, এরকম অনেকেই রয়েছেন।

রান্নার গ্যাস আমাদের সময় সাশ্রয় করে। একটা সময় ছিল, যখন আমরা কাঠের উনুন ব্যবহার করতাম, তখন বাচ্চারা প্রায়শই সেখানে চলে যেত। এর ফলে, বিপদের সম্ভাবনা থাকতো বলে জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের আর্জুমান আরা। তিনি আরও বলেছেন, কাঠের উনুনে ধোঁয়ার দরুণ রান্নার বাসনপত্র কালো হয়ে যেত, ফলে তা পরিষ্কার করতেও অনেক সময় লাগতো। এমনকি, যদি কোনও ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তো, তা হলে সারাদিন তার চিকিৎসার জন্য কেটে যেত। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে আমরা দিনে একবারও রান্না করতে পারতাম না। উজ্জ্বলা গ্যাস আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে, রমজান মাস পালনের সময়। এখন সকালে রান্না করতে কেবল ১৫-৩০ মিনিট সময় লাগে। আগে আমাদের অনেক রাতেই রান্নার জন্য উঠে যেতে হ'ত। রাত ১টার সময় উঠে রান্না করতাম। এমনকি, সন্ধ্যের সময় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহে সমস্যা হ'ত। বাড়িতে বাচ্চাদের ধোঁয়ার কারণে সমস্যায় পড়তে হ'ত। এজন্য রাতে তাদের ভালোভাবে ঘুম হ'ত না। এখন রান্নার কাজে অনেক সময় সাশ্রয় হচ্ছে। আমি এই সময় বাঁচিয়ে সেলাইয়ের কাজ শিখেছি। এখন আমি এই সেলাইয়ের কাজ থেকে উপার্জিত টাকা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহ করছি।

সময়সীমার আগেই মাইলফলক অর্জিত

৮ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগ

আগে রান্না করা আমার কাছে খুব কঠিন ছিল। কিন্তু, গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার পর থেকে স্টোভে রান্না করে আমার অনেক সময় ও শক্তি সাশ্রয় হয়েছে।

আয়েষা শেখ, ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র
(৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

৫ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগ

এখন আমার চোখ আর ধোঁয়ার জন্য জ্বালা করে না। গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহের জন্য মোদীজীকে ধন্যবাদ।

তকদীরন, দিল্লি
(৩ অগাস্ট, ২০১৮)

প্রথম রান্নার গ্যাস সংযোগ

আগে রান্নার সময় ধোঁয়ার জন্য চোখ জ্বালা করতো। এছাড়াও, আমাকে রান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে যেতে হ'ত। উজ্জ্বলা আমার ও আমার পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছে।

গুড্ডি দেবী, বালিয়া, উত্তর প্রদেশ
(১ মে, ২০১৬)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
स्वच्छ ईंधन.. बेहतर जीवन

পরিবেশ রক্ষার সেন্টিনেল

এই কর্মসূচির সূচনা হয় ২০১৬'র ১লা মে বালিয়া থেকে

পহল কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত গ্রাহক সংখ্যা ২৭.১২কোটি এবং ডিবিটিএল পদ্ধতিতে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ভর্তুকিবাবদ ১,৩৭,৪৮৩ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিতেমোট সামাজিক বিনিয়োগেরপরিমাণ দাঁড়িয়েছে **১২,৮০০কোটি টাকা** (১.৮বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পূর্বনির্ধারিতসময়সীমার আগেই ২০১৯-এর ৭ই সেপ্টেম্বরনিখরচায় **৮কোটি** গ্যাস সংযোগ দেওয়ারধার্য লক্ষ্যমাত্রাপূরণ হয়েছে

- গিভ ইট আপ'অভিযানে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ১.০৮কোটি
- প্রথম গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের পর৮০শতাংশেরও বেশি সুফলভোগী দ্বিতীয়বার গ্যাস বুক করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখিয়েছেন

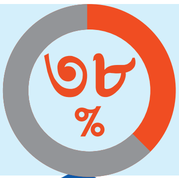

৮কোটি সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে ৩.০৫কোটি (৩৮%) তপশিলি জাতি/উপজাতির

ছত্তিশগড়ের রাইপুরের মীনা নির্মলাকারের পারিবারিক খরচ গ্যাস-স্টোভ ব্যবহারের সময় থেকেই কমে এসেছে। এমনকি, আশেপাশের অঞ্চলে পরিবেশেরও উন্নতি হয়েছে। তামিলনাড়ুর রুতারাম্মার কাছে গ্যাস-স্টোভ ব্যবহার করে ইডলি – ধোসা বানানো আরও সহজ হয়ে উঠেছে। বিহারের গীতাদেবী, জুলি, রাজ্জিও দেবী সহ অনেকে জ্বালানীর জন্য কাঠ সংগ্রহের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং কাঠের ধোঁয়া থেকেও তাঁদের নিষ্কৃতি মিলেছে। এখন এদের আর ধোঁয়ার জন্য চোখ জ্বালা করেনা, মাথা যন্ত্রণা হয়না।এমনকি, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেও দেরী হয়না।একই রকম অন্ধকার থেকে আলোয় মুক্তির একাধিক সাফল্যের কাহিনী দেশের প্রতিটি কোণাতেই ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন হচ্ছে এবং এই সমস্ত কিছু পেছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা।

অন্ত্যোদয় কর্মসূচি এবং রূপায়ণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)-র তথ্যানুযায়ী ভারতে প্রতিবছর রান্নার জন্য প্রচলিত জ্বালানী যেমন কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে প্রভৃতি থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এদের অধিকাংশই মহিলা, যাঁদের শরীর ও দুর্বল। এধরনের ঘটনা পুরো পরিবারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এমনকি, প্রচলিত এধরনের জ্বালানীর ফলে বায়ুদূষণ ঘটে। অন্যদিকে, রান্নার গ্যাসের মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানী স্বাধীনতার পর দীর্ঘসময় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের ব্যবহারের জন্য সীমিত ছিল। বিগত সরকারগুলি চাইলেই রান্নার গ্যাসের সুবিধা সারাদেশের মানুষের কাছেই পৌঁছে দিতে পারতো। ২০১৪ পর্যন্ত সারা দেশে কেবল ১৩ কোটি রান্নার গ্যাস সংযোগ ছিল। অবশ্য, গত ৬ বছরে রান্নার গ্যাসের সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ২৯ কোটি হয়েছে। আজ রান্নার গ্যাস প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ। কিন্তু, একটা সময় ছিল, যখন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কাছে রান্নারগ্যাস' মর্যাদার প্রতীক'হয়ে উঠেছিল।সাংসদদের প্রতিবছর ২৫টি কুপন দেওয়া হত।এই কুপন তাঁরা নিজেদের সংসদীয় এলাকায় ২৫টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করে গর্ববোধকরতেন। গ্যাস সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কালোবাজারির

সহজে জীবনযাপন: বৈপ্লবিক পরিবর্তন

উজ্জ্বলা কর্মসূচি দেশে জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে। এই কর্মসূচি মহিলাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল এনার্জি ট্রানজিশন ইন্ডেক্স এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার সূচকে ক্রমতালিকায় ভারত লক্ষণীয় ভাবে উঠে এসেছে।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম রান্নার গ্যাসের গ্রাহক হয়ে উঠেছে।

৯৯.৬ **শতাংশ পরিবার রান্নার গ্যাস ব্যবহার শুরু করেছে। ৬ বছর আগে রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারী কেবল ৫৫ শতাংশ পরিবার ছিল। এখন রান্নার গ্যাসের ব্যবহার ৪৩ শতাংশের বেশি বেড়েছে।**

- মহিলারা রান্নার সময় সাশ্রয় করেছেন। সেই সঙ্গে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে স্বনিযুক্তি পেশায় যুক্ত হয়েছেন।
- পারিবারিক রান্নার কাজে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, যেমন রান্নার গ্যাসের ব্যবহার লক্ষণীয় হারে বেড়েছে। এরফলে, স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি হ্রাস পেয়েছে।
- জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহে নিষ্কৃতি মিলেছে।

ঘটনা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেত। এখন পিএম-উজ্জ্বলা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র মানুষকে নিখরচায় ৮ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। রান্নার গ্যাসের পরিধি বিস্তারের নিরিখে স্বাধীনতার সময় থেকে ৬০ বছরে ৫৫ শতাংশ পরিবারের কাছে এধরণের জ্বালানি ব্যবহারের সুবিধা ছিল। এখন গত ৬ বছরে রান্নার গ্যাসের পরিধি ৪৩ শতাংশ বেড়ে ৯৯.৬ শতাংশ হয়েছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়' স্বপ্ন পূরণ করা মোদী সরকারের কাছে সহজ ছিল না। দেশে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া জরুরী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আর্থিক সহায় সম্পদ। এই সমস্যা বিগত সরকারগুলিও সমাধান করতে পারতো। কিন্তু ভর্তুকি যুক্ত রান্নার গ্যাসের পরিধি সম্প্রসারণে তাদের ইচ্ছায় ঘাটতি ছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচির ৭ মাসে আগেই ৮ কোটি মানুষের কাছে নিখরচায় গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ধার্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এজন্যই এই কর্মসূচি সারা বিশ্বের প্রশংসা পেয়েছে। এই কর্মসূচির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘানা ও বাংলাদেশের মত একাধিক রাষ্ট্র এধরণের কর্মসূচির রূপায়ণ শুরু করেছে।

উজ্জ্বলা কর্মসূচির ৬ বছরের সফল যাত্রাপথের বিভিন্ন ঘটনা উপলব্ধি করাও জরুরী।

পহল কর্মসূচির মাধ্যমে এক নতুন সূচনা

কেন্দ্রে ২০১৪-র মে মাসে শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর সরকারের প্রয়াসেও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ক্রমশ প্রতিফলিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ভর্তুকি যুক্ত রান্নার গ্যাস সরবরাহের জন্য আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে সরকার ডিজেল এবং বাজারে এই জ্বালানির বিপণন বাবদ ভর্তুকি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে কাকতালিয় ভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৫০ মার্কিন ডলার থেকে কমে দাঁড়ায় ২৬ মার্কিন ডলার। এরপর, আধার কার্ড ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এক নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়। রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচি (ডিবিটিএল) ২০১৫-র পয়লা জানুয়ারি শুরু হয়। এর সঙ্গে জনধন-আধার-মোবাইল বা জ্যাম এই ত্রিমুখী কৌশলটিকেও জুড়ে দেওয়া হয়। রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির সঙ্গে জ্যাম যুক্ত হওয়ায় সমগ্র প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে 'পহল' নামে পরিচিত এই

উজ্জ্বলা কর্মসূচি বিশ্ব আঙিনায়

- ঘানা ও বাংলাদেশের মত একাধিক রাষ্ট্র উজ্জ্বলা যোজনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে নিজেদের দেশেও দরিদ্র মানুষের জন্য একই ধরণের কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা করছে।
- ঘানা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ব ইন্ডিয়ান অয়েলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই দেশটির কেবল ২৩ শতাংশ মানুষের কাছে রান্নার গ্যাস সংযোগ রয়েছে। এমনকি সাধারণ মানুষকে সিলিন্ডার ভরার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়।
- উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে ধোঁয়া মুক্ত রান্নাঘর কর্মসূচি কার্যকর ভাবে রূপায়ণের জন্য ২০১৭ সালে বিশ্ব পেট্রোলিয়াম কাউন্সিলের এক্সেলেন্সি পুরস্কার প্রাপ্তি ।
- প্যারিসে ওয়ার্ল্ড এলপিজি অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের ওয়েবসাইটে উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্যের কাহিনী প্রকাশ করেছে।
- পরিবেশের সুরক্ষা এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে ব্যাপক সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তি সংগঠন ভারতের প্রশংসা করেছে।

কর্মসূচি বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক সহায়তা উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এমনকি এই কর্মসূচিটি লিমকা বুক অফ রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে। ডিবিটিএল কর্মসূচি কার্যকর হওয়ার ফলে সরকারের ১৩,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে এবং ৪ কোটি ১১ লক্ষ অবৈধ গ্যাস সংযোগ চিহ্নিত করা গেছে। অপচয় প্রতিরোধী এই ডিজিট্যাল ব্যবস্থা সরকারকে আর্থিক সহায় সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারে এক মজবুত ভিত্তি প্রদান করেছে, যা সারা দেশে রান্নার গ্যাসের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব করে তুলেছে।

ডিবিটিএল কর্মসূচি রূপায়ণ পরিকল্পনা প্রনয়ণের সঙ্গে সঙ্গে ওই ডিজিট্যাল ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু হয়। এর ফলে, দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য ভর্তুকির ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের অভাব-অভিযোগ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এখন দরিদ্র মানুষ সংশ্লিষ্ট গ্যাস ডিস্টিবিউটারের কাছে গিয়ে উজ্জ্বলা কর্মসূচির আওতায় নতুন গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদন জানাতে পারছেন। এরপর, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছে কর্মসূচির আওতায় নিখরচায় গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ডিস্টিবিউটারের।

বিত্তবান শ্রেণীর মানুষ এই কর্মসূচিতে সমর্থন যুগিয়েছেন

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক কেন্দ্রিক কর্মসূচিগুলির নীতি প্রনয়ণ মোদী সরকারের সুপ্রশাসনের সমার্থক। এই কর্মসূচি রূপায়ণের প্রাথমিক পরিকাঠামো প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের উর্জা সংগম কর্মসূচির মাধ্যমে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি না নেওয়ার জন্য আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ২০১৭-র ২৭শে মার্চ। বিত্তবান শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বাবদ প্রাপ্য ভর্তুকি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এসম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এর ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হবে তা রাজ্যের কোষাগারে জমা পড়বে না, বরং তা কাজে লাগানো হবে দরিদ্র মানুষের জন্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সংযোগ খাতে। প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১ কোটি ৮ লক্ষ গ্রাহক স্বেচ্ছায় রান্নার গ্যাসের প্রাপ্য ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় উজ্জ্বলা কর্মসূচি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এখন এই কর্মসূচি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে জীবনরেখা হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬-রে ১ মে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় এই কর্মসূচির সূচনা করেন। এই কর্মসূচি ৬ বছর পূরণ করলো।

প্রত্যাশা ডানা মেলছে, জীবন সহজ হয়ে উঠছে

উজ্জ্বলা যোজনা দরিদ্র, বঞ্চিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সহ বিশেষ করে মহিলাদের জীবন-যাপনের মানোন্নয়নে আমূল পরিবর্তন এনেছে। সহজে

সুস্থ পরিবার, সুস্থ সমাজ

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রচলিত জ্বালানীর মাধ্যমে রান্নার দরুণ দূষণের ফলে ভারতে প্রতি বছর ৫০০,০০০ মানুষ মারা যান।
- এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইন্ডিয়ান চেষ্ট সোসাইটি এবং চেষ্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানা গেছে যে, উজ্জ্বলা কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগজনিত সমস্যা ২০ শতাংশ কমেছে।
- উজ্জ্বলা কর্মসূচির মাধ্যমে, বিশেষ করে মহিলাদের স্বাস্থ্যে অগ্রগতি হয়েছে।
- ধোঁয়ামুক্ত রান্না ঘর গড়ে ওঠায় মহিলারা মাথাব্যাথা ও চোখ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।
- মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। রান্নার কাজে সময় সাশ্রয় হওয়ায় তাঁরা এখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।
- দরিদ্র, বঞ্চিত, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপনে মানোন্নয়ন ঘটেছে এবং এই কর্মসূচি সামাজিক ক্ষমতায়নের ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

জীবনযাপন এখন সরকারের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলা কর্মসূচি এই মন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচি নতুন দিশা দেখিয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে রান্নার কাজে গ্যাস-স্টোভের ব্যবহার জীবনযাপনকে আরও সরল করে তুলেছে। এরফলে, তাঁরা এখন আরও বেশি সময় পরিবারের সঙ্গে ব্যয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এই কর্মসূচির ফলে মহিলারা এখন তাঁদের অবসর সময় স্বনির্ভর পেশায় কাজে লাগাচ্ছেন। অধিকাংশ মহিলা দক্ষতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত হয়েছেন। উজ্জ্বলা কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার কার্যনির্বাহী নির্দেশক ফাতিহ বাইরল বলেছেন, ২০২০ সালের মধ্যে সকলের কাছে রান্নার গ্যাসের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ভারতের এক বড় সাফল্য। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে কেবল পরিচ্ছন্ন জ্বালানী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না, সেইসঙ্গে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বচ্ছল করে তোলার ক্ষেত্রেও এটি বড় উদ্যোগ।

জীবনযাপনের মানোন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই কর্মসূচির পরিকল্পনার পেছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টির কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কর্মসূচির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন, যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল, সেখানে যাওয়া-আসার রাস্তা ছিল খুবই ছোট। এমনকি, বাড়িটিতে কোনও জানালাও ছিল না। সারা বাড়িতে ছিল কেবল একটি দরজা। আমি দেখতাম, মা কাঠ জ্বালিয়ে খাবার রান্না করছেন। কখনও কখনও রান্নার সময় এতো ধোঁয়া হ'ত যে আমরা রান্নাঘরে মা-কে দেখতেই পেতাম না। এভাবেই শৈশবস্থায় আমরা ধোঁয়াভর্তি ঘরে খাবার খেতাম। তাই, এখন আমি আমার মায়ের সঙ্গে সেই সমস্ত মা ও শিশুদের যন্ত্রণার কথা আত্মোপলব্ধি করতে পারছি। আমি এরকম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। এখন আমি যন্ত্রণাময় এই জীবন থেকে দরিদ্র মায়েদের মুক্তি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই কারণেই আমি শপথ নিয়েছিলাম যে, ৮ কোটি দরিদ্র পরিবারে নিখরচায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পৌঁছে দেব। এখন এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে এক স্বাস্থ্যকর জীবনের সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে, এক সুস্থ-সবল সমাজ গড়ে তোলা সহজ হয়ে উঠেছে।

সুস্থ সমাজ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

বিজ্ঞানীদের মতে একজন মহিলা যখন কাঠের উনুনে রান্না করেন, তখন প্রায় একদিনে ৪০০টি

সমাজের সব শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের কাছে রান্নার গ্যাসের সুবিধা

- উজ্জ্বলা যোজনা যখন ধীরে ধীরে পরিধি বিস্তার করতে থাকে, তখন দেশের অগ্রণী নেতৃবৃন্দ এই কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণে জোরালো সওয়াল করতে থাকেন। প্রথমে স্থির হয়েছিল যে, নিখরচায় ৫ কোটি গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু, সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আবেগের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে ২০১৮'তে লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ৮ কোটি করা হয়।
- ২০১১'র আর্থ-সামাজিক জাতি-ভিত্তিক জনগণনার ওপর ভিত্তি করে প্রথম লক্ষ্য স্থির হয়। কিন্তু, যখন লক্ষ্যমাত্রায় সংশোধন করা হয়, তখন অন্যান্য শ্রেণীর মানুষকে এই কর্মসূচির সঙ্গে সামিল করা হয়।
- আর্থ-সামাজিক জনগণনার পাশাপাশি, সমস্ত তপশিলি জাতি/উপজাতি পরিবার, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ কর্মসূচির সুফলভোগী, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অরণ্যবাসী, চা বাগানের কাজে যুক্ত আদিবাসী, দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মানুষ, ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়।
- কর্মসূচির ৮ কোটিরও বেশি সুফলভোগীর মধ্যে তপশিলি জাতি/উপজাতির সুফলভোগী ব্যক্তির সংখ্যা ৩ কোটি ৫ লক্ষ বা ৩৮ শতাংশ।
- সরকারের উদ্দেশ্য যেমন রান্নার গ্যাসের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, আবার রান্নার গ্যাসের বিস্তার ও যোগান বাড়াতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে সাধারণ মানুষকে দূর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বহন করে নিয়ে যাওয়ার দরুণ রান্নার কাজে বিঘ্ন না ঘটে। সরবরাহ-শৃঙ্খলের সম্প্রসারণে এবং ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রান্নার গ্যাসের নতুন ডিস্ট্রিবিউটার গড়ে তুলতে এখন জিও ট্যাগিং প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।
- আগে রান্নার গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারের সংখ্যা ছিল ১৩,৫০০। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৫,০০০ বেশি। এরফলে, উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে। কারণ, এখানে গ্রাহক ও ডিস্ট্রিবিউটার উভয় শ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে। রান্নার গ্যাসের বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ১৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বেড়ে

২৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হয়েছে।
- এরপরও এই কর্মসূচির একটি বড় সমস্যা ছিল। কিভাবে একজন দরিদ্র মানুষ ১৪ কেজি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের জন্য ৮০০ টাকা মাশুল মেটাবেন। এই সমস্যার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সরকার ৫ কেজি ওজনবিশিষ্ট সিলিন্ডার গ্রাহকদের সুবিধার্থে চালু করে। এখন অনেক মানুষ এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।
- সরকার নতুন রান্নার গ্যাস সংযোগ নেওয়ার সময় ১,৬০০ টাকা ঋণ সহায়তা দিয়েছে। এই সহায়তার অর্থ রান্নার গ্যাসের ভর্তুকির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কেটে নেওয়া হয়েছে। সরকার বন্ধকীমুক্ত ১,৬০০ টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষকে গ্যাস সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়।

সিগারেটের সমপরিমাণ ধোঁয়া তিনি সেবন করেন। এর ফলে, কেবল রান্নার কাজে যুক্ত মহিলাই নন, বাড়ির অন্যান্য সদস্য ও শিশুদের ওপরও ধোঁয়ার বিরুপ প্রভাব পড়ে। ধোঁয়া ভর্তি ঘরে রান্নার ফলে চোখ জ্বালা করে, মাথা যন্ত্রণা হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দেয় এবং হৃদরোগের সমস্যা বাড়ে। উজ্জ্বলা যোজনা গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের জীবনযাপনে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইন্ডিয়ান চেষ্ট সোসাইটি এবং চেষ্ট রিস্ক ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উজ্জ্বলা যোজনা এক সুস্থ পরিবার গঠনের মধ্য দিয়ে যেভাবে সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে সাহায্য করেছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহারের ফলে এক সময় বার্ষিক ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখন উজ্জ্বলা কর্মসূচির মাধ্যমে শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ-বিসুখ ২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। কেবল তাই নয়, এই কর্মসূচি পরিবেশ সুরক্ষার দিক থেকেও অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠেছে। আমেদাবাদে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক এস কে বড়ুয়া গ্রামাঞ্চলে একাধিক সমীক্ষা চালিয়েছেন। অধ্যাপক বড়ুয়ার নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল জানিয়েছে, রান্নার গ্যাস ব্যবহারের ফলে পারিবারিক দূষণ লক্ষ্যণীয়ভাবে কমেছে। এর ফলে, মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যে অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার কার্যনির্বাহী নির্দেশক ফাতিহ বাইরল বলেছেন, এখন বাড়িগুলিতে রান্নার জ্বালানী থেকে দূষণের পরিমাণ কমেছে। প্রচলিত জ্বালানী থেকে নির্গত মিথেন, ব্ল্যাক কার্বন এবং অর্গানিক কার্বন বিশ্ব উষ্ণায়ন ও হিমবাহের স্খলনে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। রাষ্ট্রসংঘের মাল্টি-ডায়ামেনশনাল দারিদ্র সূচকে বনাঞ্চল হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে। রাষ্ট্রসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি পূরণে উজ্জ্বলা কর্মসূচি এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে।

করোনার সময় এবং ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি

করোনার সময় গ্রামগুলিতে দরিদ্র মানুষের সেবায় গরিব কল্যাণ প্যাকেজের মাধ্যমে উজ্জ্বলা যোজনা যে ভূমিকা গ্রহণ

এলপিজি পঞ্চায়েত এবং পাঁচটি মন্ত্র

উজ্জ্বলা কর্মসূচিকে সফল করে তোলার যাবতীয় প্রচেষ্টা কেবল গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এলপিজি পঞ্চায়েত আয়োজনের মাধ্যমে এই সাফল্য দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এলপিজি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ, যাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং এ ধরনের জ্বালানীর সুযোগ-সুবিধাগুলি আরও বেশি লোকের মধ্যে প্রচার করা যায়। এলপিজি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘুঁটে, চারকোল ও কাঠের মতো চিরাচরিত জ্বালানীর তুলনায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময় করার এক উপযুক্ত মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এলপিজি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথমবার ২০১৭'র অক্টোবর মাসে শুরু হয়। অভিনব এই উদ্যোগ উজ্জ্বলা কর্মসূচির সূচনার এক বছর পরই শুরু হয়। এলপিজি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পাঁচটি উদ্দেশ্য হ'ল :

যদিও সময় কেনা সম্ভব নয়, কিন্তু উজ্জ্বলার মাধ্যমে এটা মনে হচ্ছে যে, আমরা যদি নিজেদের জন্য সময় কিনতে পারতাম।

রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে এলপিজি পঞ্চায়েত কর্মসূচিতে উজ্জ্বলা সুফলভোগী নারায়ণী সাহু

এলপিজি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি দূর করা। এই কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু ছিল 'কিছু বিষয় শিখুন, কিছু বিষয় শেখান'। গুজরাটে প্রথম এলপিজি পঞ্চায়েত আয়োজিত হওয়ার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ১.২৫ লক্ষেরও বেশি এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে।

সুরক্ষা ও কার্যকরিতা : নিরাপদ, তৎক্ষণাৎ ও বিশ্বাসযোগ্য সহায়তা।

পরিবেশ : বায়ু দূষণ, বনাঞ্চলের আয়তন ও মরুকরণ হ্রাস।

স্বাস্থ্য : ধোঁয়ামুক্ত রান্না ঘরের সুবিধা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জ্বালানীর দাম কম হওয়ায় উপার্জনের আরও বেশি সুযোগ।

ক্ষমতায়ন : জীবনযাপনের মানোন্নয়ন।

করেছে, তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশে যখন লকডাউন চলছিল, সরকার অন্ন যোজনার অঙ্গ হিসাবে রান্নার জন্য নিখরচায় গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করেছে। রান্নার গ্যাসের অভাবে যাতে মানুষের অন্ন সংস্থান বন্ধ না হয়ে যায়, তা সুনিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকার করোনার সময় এই খাতে ৯,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে এবং দরিদ্র মানুষকে নিখরচায় ১৪.১৭ কোটি সিলিন্ডার সরবরাহ করেছে। উজ্জ্বলা কর্মসূচির সাফল্যের পেছনে অন্যতম একটি বড় কারণ হ'ল পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার আগেই লক্ষ্য পূরণ। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং বাস্তব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অধীন তেল সংস্থাগুলি দেশের ৭৫০টি জেলায় নোডাল আধিকারিক নিয়োগ করেছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই কর্মসূচি রূপায়ণে নজরদারির জন্য নোডাল আধিকারিকদের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করছেন। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও এই কর্মসূচি রূপায়ণে আন্তরিকতা উজ্জ্বলা কর্মসূচিকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর সমার্থক করে তুলেছে। এই কর্মসূচিতে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মানোন্নয়নে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, তা সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্য এখন আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু, সরকারের এতে আত্মতুষ্টি নেই। সরকার রান্নার গ্যাস ব্যবহারের পরিধি বাড়িয়ে ৯৯.৬ শতাংশ করেছে। এবারের সাধারণ বাজেটে নিখরচায় আরও ১ কোটি রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এর ফলে, শহরগুলিতে যাঁদের স্থায়ী বসবাসের কোনও ঠিকানা নেই, তাঁদের চিহ্নিত করে রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণেই প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা রূপায়িত হচ্ছে। এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে ভারতকে স্বনির্ভর করে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা হিসাবে এই কর্মসূচি বড় ভূমিকা পালন করবে। ■

সাক্ষাৎকার

“উজ্জ্বলা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্পোরেট পরিচিতি পাওয়া পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের আঙ্গিক পাল্টেছে, এই কর্মসূচি এক গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে”

আমি একথাই বলতে পারি যে, আগে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক কর্পোরেট ক্ষেত্রের সঙ্গে একই পরিচিতি পেয়ে আসছিল। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে এখন মন্ত্রকের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এই কর্মসূচি আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সরকারের চালিকাশক্তি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতির মূল কেন্দ্রে মহিলা জায়গা করে নিয়েছেন। দরিদ্র মানুষের রান্নাঘর ধোঁয়ামুক্ত হয়ে উঠছে। মেরা দেশ....মেরা দেশ.... বদল রাহা হ্যায়। নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের এই গানটি প্রকাশ করা হয়। এখন এই গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্যের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এমনকি, এই কর্মসূচি দেশে-বিদেশে সামাজিক ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। **১ মে এই কর্মসূচির ছ'বছর পূর্তি। এই প্রেক্ষিতে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক সন্তোষ কুমার এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মুখোমুখী হয়েছিলেন।**

> “*আমি একথাই বলতে পারি যে, আগে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক কর্পোরেট ক্ষেত্রের সঙ্গে একই পরিচিতি পেয়ে আসছিল। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে এখন মন্ত্রকের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এই কর্মসূচি আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলা যোজনা শক্তি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকারের জায়গায় নিয়ে এসেছে।*”
>
> - ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

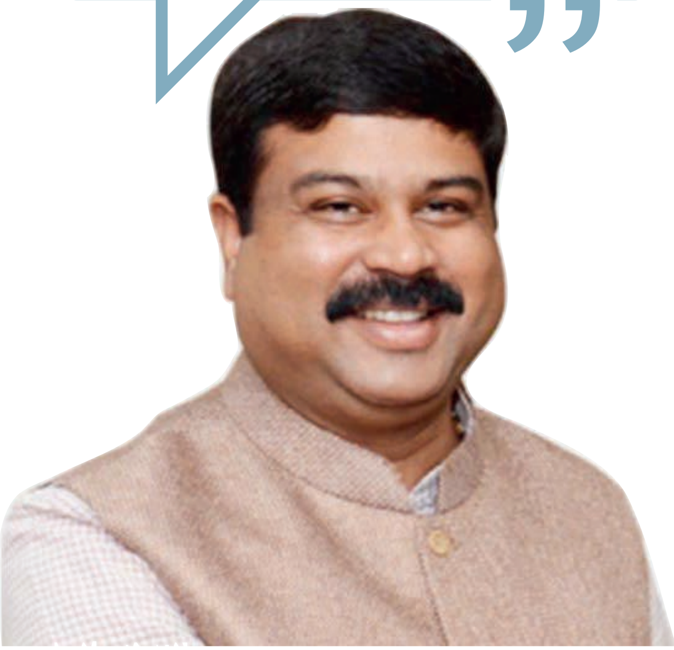

প্রশ্ন জ্বালানী হিসাবে কেরোসিন তেল, ঘুঁটে ও কাঠ ব্যবহারকারী মানুষের কাছে উজ্জ্বলা যোজনার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি হবে, তা জানার জন্য কর্মসূচির সূচনার আগে সরকার কোনও সমীক্ষা চালিয়েছিল কি? এই কর্মসূচি সূচনার পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য কি ছিল?

একজন সুফলভোগীর কথা দিয়ে আমি এর জবাব দিতে চাই। ২০১৭ সালে বিহারের দ্বারভাঙা জেলার ছাট্টারিয়া গ্রামের উজ্জ্বলা সুফলভোগী ফুলো দেবী বলেছিলেন, এখন আমার বাড়ির দোরগোড়াতেই গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে। আগে আমরা এরকম ভাবতেই পারতাম না। একাধিকবার পরিচ্ছন্ন জ্বালানী নিয়ে গবেষণারত বিশেষজ্ঞরা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরকম কর্মসূচি আগে কেন গ্রহণ করা হয়নি! দেশে বহু দশক ধরে বিকল্প রান্নার পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মতে, এলপিজি-র সাহায্যে রান্না অনেক সহজ। এমনকি, বিকল্প জ্বালানীর তুলনায় এলপিজি-র সহজলভ্যতাও অনেক বেশি। এলপিজি-র মাধ্যমে দেশে অগণিত মহিলার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় এলপিজি কেবল সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাছেই সহজলভ্য ছিল। যদিও এই সম্পদের সমানাধিকার প্রতিটি মানুষের কাছেই ছিল। আমরা পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার আগেই ৮ কোটি সুফলভোগীর কাছে রান্নার গ্যাসের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছি। স্বাধীনতার সময় থেকে প্রথম ছয় দশকে কেবল ৫৫ শতাংশ পরিবার বা ১৩ কোটি মানুষের কাছে রান্নার গ্যাসের সুবিধা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফলে ছয় বছরে রান্নার গ্যাস সংযোগ পাওয়া পরিবারের সংখ্যা ১৩ কোটি থেকে দ্বিগুণ বেড়ে ২৯ কোটি বা ৯৯.৬ শতাংশ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। আমরা খুব শীঘ্রই এই কর্মসূচিতে তাঁদেরকে সামিল করার পন্থা-পদ্ধতি ঘোষণা করবো।

প্র-উ অনেক প্রকল্পই ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তার রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরি? সরকার রান্নার গ্যাস সংযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে... উজ্জ্বলা যোজনা কর্মসূচির সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

আমার মতে, প্রত্যেকের বাড়ির দোরগোড়ায় রান্নার গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দিতে উজ্জ্বলা কর্মসূচি চালু করার আগে 'পহল' উদ্যোগ এক উপযুক্ত মঞ্চ তৈরি করে দেয়। এরপর, আপনারা যেমন সকলেই জানেন, সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে সমগ্র ব্যবস্থাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। বিত্তবান শ্রেণীর মানুষ যেমন আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়ে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি না নেওয়ার বিষয়ে নিজেদের উদারতা দেখিয়েছেন, তেমনই সরকার দরিদ্র মানুষের কাছে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিতে সুষ্ঠু বন্টনে গুরুত্ব দিয়েছে। আর এই কারণেই উজ্জ্বলা কর্মসূচি দেশের প্রায় প্রত্যেক দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। এটাও সত্যি যে, ভারতের মতো দেশে, যেখানে অসংখ্য বিবিধতা রয়েছে, সেখানে এ ধরনের একটি বৃহদায়তন কর্মসূচি চালু করা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের কাজ। এই লক্ষ্যে আমরা রান্নার গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, বটলিং প্ল্যান্টগুলির সম্প্রসারণ এবং নতুন সিলিন্ডার নির্মাণে অগ্রাধিকার দিয়েছি। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহের পাশাপাশি, রেগুলেটর এবং গ্যাস-স্টোভ উৎপাদনেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্র-উ ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেশি হওয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং-এ গ্রামের মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে? সরকার কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছে?

আপনি যদি ডিস্ট্রিবিউটরদের তালিকায় নজর দেন, তা হলে দেখতে পাবেন, প্রায় ১০,০০০ নতুন ডিস্ট্রিবিউটর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। উজ্জ্বলা কর্মসূচির ফলে গ্যাস সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিস্ট্রিবিউটররাও পক্ষান্তরে লাভবান হয়েছেন। গণসহায়তা কেন্দ্র এবং উজ্জ্বলা দিদি উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় আরও অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্র-উ গ্রাহকদের একবারেই সিলিন্ডারের জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়, এরফলে দরিদ্র পরিবারগুলির ওপর আর্থিক বোঝা বাড়ে? এই লক্ষ্যে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

মনে রাখবেন, উজ্জ্বলা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই হ'ল প্রতিটি পরিবারে রান্নার গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করা। গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিং-এর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়, তা দূর করতে আমরা ছোট মাপের সিলিন্ডার বাজারে নিয়ে এসেছি। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাহকই রান্নার গ্যাসের ১৪ কেজি সিলিন্ডারের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। আপনার মনে পড়তে পারে যে, উজ্জ্বলা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাহকদের ১,৬০০ টাকা ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যে টাকা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাবদ প্রদেয় অর্থ থেকে পর্যায়ক্রমে কেটে নেওয়া হয়েছে। দরিদ্র মানুষের ওপর যাতে বোঝা কমানো যায় এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়, তার জন্য সরকার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।

প্র-উ

কিভাবে এই কর্মসূচি মহিলাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি দূর করেছে এবং পরিবেশের সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে?

এই প্রশ্নের জবাবে একজন মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন বিশেষজ্ঞ ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কর্মসূচিটি শুরু হওয়ার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, চেষ্ট সোসাইটি, আইআইএম আমেদাবাদ, ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়াম কাউন্সিল সহ দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষ থেকে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই সমীক্ষায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রান্নাঘর ধোঁয়ামুক্ত হওয়ার ফলে দূষণ সম্পর্কিত অসুখ-বিসুখগুলির প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি, জঙ্গল থেকে গাছ কাটার প্রবণতাও কমে এসেছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাড়িতে রান্নার কাজে যুক্ত মহিলাদের পাশাপাশি, পরিবারগুলিও লাভবান হয়েছে।

প্র-উ করোনা মহামারীর মধ্যে দরিদ্র মানুষের কাছে সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলা কর্মসূচি কতটা কার্যকর হয়েছে?

আপনি এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, যখন সমগ্র দেশ ধীরে ধীরে লকডাউনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সরকার স্প্যানিশ সংক্রমণের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেছিল। এর ভিত্তিতে লকডাউন ঘোষণার কেবল একদিন পরই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার কথা ঘোষণা করা হয়। শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, যাতে কোনও দরিদ্র পরিবার যেন ক্ষুধায় না থাকে। রাজ্য কোষাগারগুলির ওপর ৯৬,০০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা চেপেছিল। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ১৪ কোটি সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হবে।

প্র-উ উজ্জ্বলা কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্যের পর ঘানা সহ একাধিক দেশ ভারতের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চেয়েছে?

একাধিক দেশের কাছ থেকে এই সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে ভারতের বিচক্ষণতার প্রতিফলন ঘটে। সমগ্র বিশ্ব আজ এটা দেখছে যে, ভারত কোনও সংকল্প গ্রহণ করলে তা সফল না হওয়া পর্যন্ত বিরত হয় না। উজ্জ্বলা কর্মসূচির মাধ্যমে যেভাবে আমরা পূর্বনির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য পূরণ করেছি এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর ব্যবহারে গ্রাহকদের উৎসাহিত করেছি, তা অত্যন্ত সন্তুষ্টির বিষয়। ভারতের এই সুপরিকল্পনা সমগ্র বিশ্বকে একপ্রকার আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। শক্তি, পরিবেশ, ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমসাময়িক সমীক্ষাগুলি যদি দেখা যায়, তা হলে আপনি এটা জানতে পারবেন যে, উজ্জ্বলা কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে প্রায় সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছে। ■

দেশের সার্বিক অগ্রগতি পূর্ব ভারতের উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল

ওড়িশা, বিহার ও কলকাতা এক সময় যখন দেশকে নেতৃত্ব দিতো, তখন সে সময় ছিল ভারতের কাছে স্বর্ণযুগ। এই তিনটি জায়গা ছিল ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার এককেটি কেন্দ্রবিন্দু। উৎকল কেশরী ডঃ হরেকৃষ্ণ মাহতাবের 'ওড়িশা ইতিহাস' বইটির হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় বলেছিলেন, স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে

ভারতে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন না হয়, তা হলে সম্ভবত আমরা আমাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়ে উঠবো না। আপনারা এখন দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন। পূর্ব ভারতের ওড়িশাই হোক বা বিহার, বাংলা হোক বা আসাম সর্বত্রই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, দক্ষ মানবসম্পদ প্রভৃতি রয়েছে। তাই, অসীম সম্ভাবনাময় এই অঞ্চলের উন্নয়ন যদি নিশ্চিত হয়, তা হলে সমগ্র ভারতও পিছিয়ে থাকবে না। আর এই কারণেই সরকার গত ছ'বছর ধরে পূর্ব ভারতের উন্নয়নে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে, যাতে সারা দেশে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। উৎকল কেশরী ডঃ হরেকৃষ্ণ মাহতাবের একটি বইয়ের হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পূর্ব ভারতের

উৎকলের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য

উৎকল সব সময়ই মহান মানুষদের জন্ম দিয়েছে, যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি করেছে ও স্বাধীনতার ফুল ফুটিয়েছে। যাদের মধ্যে অন্যতম উৎকল কেশরী হরেকৃষ্ণ মাহতাব

ওড়িশা, ভগবান জগন্নাথের পবিত্র ভূমি। যেখানে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও অনেক মহান মানুষ ও দেশনায়কের জন্মস্থান। মহাভারতের পুরাণ কাহিনীতে কলিঙ্গ রাজধানীর উল্লেখ রয়েছে। রাজা খারভেলের গুম্ফা লিপির শিলাতেও এর উল্লেখ রয়েছে। কলিঙ্গ যুদ্ধ দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রমাণ। শক্তিশালী সম্রাট অশোকের কাছে কলিঙ্গের সন্তানের বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু এবং সেই ঘটনা সম্রাট অশোকের মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। যিনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে নিজের মনোনিবেশ করেন এবং তার অহিংসার পথ প্রচার করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে পাইকা যুদ্ধের প্রথম বিইগল বেজে ছিল এখানে, যার নেতৃত্বে ছিলেন জয় রাজাগুরু (জয়কৃষ্ণ মহাপাত্র) ১৮০৪ সালে। ১৮১৭য় জগৎবন্ধু চক্রবিষয়ী এবং রিন্দো মাঝি সেই পথ অনুসরণ করেছেন।

আধুনিক ওডিশার রূপকার - ড. মাহতাব

যে সমস্ত বরেণ্য সন্তান জন্মভূমি উৎকলের নাম উজ্জ্বল করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ড. হরেকৃষ্ণ মাহতাব। দেশের কাজে যখন তার ডাক পড়েছিল, তখন হরেকৃষ্ণ কলেজ ছেড়ে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিতে যোগ দেন। ১৯৪৬এর ২৩শে এপ্রিল তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। যিনি ২৫টি প্রদেশ নিয়ে বৃহত্তর ওডিশা গঠন করেন। তার এই কাজে তিনি লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেলের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ড. মহতাপ ওডিশারপ্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। যিনি তার উৎকর্ষতা এবং এবং তার চরিত্রের গুণে অগ্রসর হয়ে ছিলেন। নতুন ওডিশারসীমানা নির্মাণেই ব্যস্ত না থেকে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এবং সেই ভাবেই কাজ করেছিলেন তিনি। যার প্রমাণ আধুনিক ওডিশারহীরাকুদ বাঁধ নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, পারাদ্বীপ বন্দর, রাউরকেলা স্টিল প্ল্যান্ট এবং কটক থেকে ভুবনেশ্বরে নতুন রাজধানী গঠন করেছিলেন তিনি। উৎকলের ইতিহাসকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে ড. মহতাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ওডিশাতে যাদুঘর, রক্ষণশালা এবং পুরাতাত্ত্বিক নির্দশনের বিভাগ গড়ে উঠেছে তাঁর সময়ে। যেটি ড. মহতাবের সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ও ভূমিকাকে তুলে ধরে। ধামড়া এবং পারাদ্বীপ বন্দরের পুনর্বিন্যাস, এনার্জি গঙ্গা পাইপলাইন পরিকল্পনা এবং খনিজ পদার্থের উপযুক্ত ব্যবহার করে ওডিশাতে হাইড্রোকার্বন হাব গড়ে তোলা, এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে গেছে ওডিশা।

ড. মহতাবই ওডিশারদীর্ঘ ইতিহাসকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে এনেছেন। সেটিরই একটি হিন্দি সংস্করণের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ই এপ্রিল উৎকল দিবসে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভারতের ইতিহাস শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ইমারতের ইতিহাস নয়।

উন্নয়নে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন।

পূর্ব ভারতের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রগতি

বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের চাবিকাঠি পরিকাঠামোর উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওডিশার হাজার কিলোমিটারের বেশী জাতীয় সড়ক এবং উপকূল অঞ্চলে মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে, যেগুলি বন্দরগুলিকে যুক্ত করেছে। বিগত ৬ – ৭ বছরে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশী নতুন রেললাইন পাতা হয়েছে। সাগরমালা প্রকল্পে এক হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্প বিকাশের জন্য বিনিয়োগকারী সংস্থাকে উৎসাহিত করে অগ্রসর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে স্টিল কারখানার যে উৎকর্ষতা সেটিকে ধরে রাখা হয়েছে। ওদিশায় সামুদ্রিক সম্পদের এক বিরাট ভান্ডার রয়েছে। দেশে এই প্রাকৃতিক সম্পদকে আরো বিকশিত করতে ওডিশারনীল বিপ্লব বা ব্লু রিভল্যুশন এনেছে যা মৎসজীবী ও কৃষকদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে। ওডিশারএই উন্নয়নে সেখানকার যুবকরা যাতে সর্বোচ্চ স্তরের সুবিধা পায়, তাই ভুবনেশ্বরে আইআইটি ও , বেরহামপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল (আইআইএসইআর) গড়ে তোলা হচ্ছে, যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। সম্বলপুরে চলতি বর্ষের জানুয়ারীতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। যা ভবিষ্যৎ ওডিশাকে গড়ে তুলতে একটি নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে। ■

পোখরান II : যখন সারা বিশ্ব ভারতের শক্তি বুঝতে পারল

অনেক সময় এমন অনেক কাজ করা হয়, যার তাৎপর্য প্রকৃত কাজের চেয়েও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেটি ২২ বছর আগে ১৯৯৮ সালের ১১ই মে পোখরান পরমাণু পরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে একথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও ভারত, ইতিপূর্বেই ১৯৭৪ এর ১৮ই মে পরমাণু পরীক্ষা চালিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যখন ভারত, এই পরমাণু পরীক্ষা করে, তাকে অনেক দেশের নজরদারী এড়িয়েই এই কাজ করতে হয়েছে। যখন ভারত, ৫টি পরমাণু পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে তার ক্ষমতা ও প্রতাপ বুঝিয়ে দিয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্তকে তিন মাসে আগে ক্ষমতায় আসা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়েছিল

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই সর্বাধিক মঙ্গল করা ভারতের একমাত্র লক্ষ্য হলেও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আত্মমর্যাদা, আত্মরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থকে ভারত বিসর্জন দিতে পারবে না । পোখরান পরমাণু পরীক্ষা ভারতের গৌরবজ্জ্বল ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। ভারত, ১৯৭৪ এর ১৮ই মে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৮ এর ১১ই মে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। পরমাণু শক্তিতে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার সেই সূচনার নীল নক্সা তৈরি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, তার ১৩ দিনের সরকার গঠনকালে। যদিও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি।

১৯৯৮ এর ১১ই মে দিনটি ছিল রোদ ঝলমলে এক বিকেল। যখন প্রধানমন্ত্রীর ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের বাড়ির লনে (পূর্বে এই নামে পরিচিত) ৩টে ৪৫ নাগাদ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তখনও এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়ে কারোর জানা ছিল না। হঠাৎই প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ক্যামেরার সামনে বলতে দেখা গেল, "আজ ৩টে ৪৫ নাগাদ ভারত, পোখরান অঞ্চলে ভূগর্ভে তিনটি পরমাণু পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে একটি ফিউশন (একীকরণ) অন্যটি লো ইয়েল্ড ডিভাইস (কম ক্ষমতা সম্পন্ন সংঘটন) ও

> *এ এক অন্য ভারত। যারা ঐক্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্ববাসীর সঙ্গে এগিয়ে চলতে চায়। কোনো হুমকির সামনে মাথানত করবে না। আমাদের পরমাণু অস্ত্র কোনো দেশের বিরুদ্ধে নয়, শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য।*
>
> **প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, পরমাণু পরীক্ষার পর সংসদে দেওয়া ভাষণ**

বিশ্বের নজরদারী এড়িয়ে ভারতে সাফল্য

১৯৭৪র ১৮ই মে ভারত প্রথম পরমাণু পরীক্ষা করে। তাই এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল বুদ্ধের হাসি (স্মালিং বুদ্ধ)। ১৯৯৮ এর মে মাসে সংঘটিত এই পরীক্ষার নাম দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী 'অপারেশন শক্তি'

- যদিও এর আগে ১৯৯৫এ পরমাণু পরীক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমেরিকার বাধায় সে মুহূর্তে তা বাতিল হয়েছিল। আমেরিকা তখন থেকেই ভারতের উপরে চারটি স্যাটেলাইট থেকে লাগাতার নজরদারী চালিয়ে ছিল
- আমেরিকার নজরদারী উপগ্রহণগুলি কখন পোখরানের উপর দিয়ে চলে যায় এবং আবার ফিরে আসে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তা জানতে পেরেছিলেন
- আমেরিকার নজরদারী উপগ্রহগুলি ২৪ ঘন্টায় ২ – ৩ বার পোখরানে নজরদারী চালাতো। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সেই সময়ে এই পরমাণু পরীক্ষার কাজ থেকে দূরে থাকতেন
- এই পরিকল্পনায় যুক্ত বিজ্ঞানীরা অতি সতর্কতার ও সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করেছেন। এমন কি তারা একে অন্যের সঙ্গে সঙ্কেতের মাধ্যমে কথা বলতেন। এক জন, আরেক জনকে ছদ্মনামে ডাকতেন। পরমাণু পরীক্ষায় যুক্ত সকলেই সেনাবাহিনীর পোষাক পরে থাকতো। যাতে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাও মনে করে যে সেনা জওয়ানরা তাদের কাজে রয়েছে
- গোপনীয়তা এমন পর্যায়ে ছিল যে, এটমিক এনার্জী কমিশনের চেয়ারম্যান, ড. আর চিদম্বরম, মেজর জেনারেলের পোষাক পরেছিলেন। ডিআরডিও –র চেয়ারম্যান ড. এ পি জে আব্দুল কালাম, মেজর জেনারেল পৃথ্বিরাজের পোষাক পরেছিলেন। পরমাণু বিজ্ঞানী অনীল কাকোতকার ও কে সান্থানম এই দুজনকেও সেনা পোষাকে পরীক্ষা স্থলে দেখা যেত
- ১০ই মে রাতে 'অপারেশন শক্তি' নামে এই পরীক্ষার চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির হয়। ভোর ৩টে নাগাদ পরমাণু ডিভাইসগুলি চারটি সেনা ট্রাকে পরীক্ষার স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। যেগুলিকে আগেই মুম্বাই থেকে বায়ুসেনার বিমানে জয়সলমেরের বিমান ঘাঁটিতে আনা হয়েছিল
- শুনলে আশ্চর্য হবেন, পুরো অপারেশন চলাকালীন দিল্লির অফিসও এমন ভাবে কথা বলতো যেমন – পণ্যসামগ্রী গুদামে পৌঁছেছে ? পরমাণু ডিভাইসের একটি স্কোয়াডের নাম দেওয়া হয়েছিল তাজমহল। অন্য দুটির নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়াই হাউস ও কুম্ভকর্ণ
- বিজ্ঞানীদের নির্দেশ মতো বালিয়াড়িতে গভীর গর্ত খোঁড়া হয়। সেই গর্তগুলিতে রাখা হয় নিউক্লিয়র ডিভাইসগুলি। বালি দিয়ে গর্তগুলি ঢেকে দেওয়া হয়
- যখন পরমাণু পরীক্ষা সম্পন্ন হল, পরীক্ষার স্থলের ব্যাঙের ছাতার মতো একটি মোটা আস্তরণে ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে যায়। ২০ জন বিজ্ঞানীর একটি দল এই সম্পূর্ণ কাজটির ওপর নজরদারী রাখছিলেন
- পোখরান পরমাণু পরীক্ষার পর ভারত একমাত্র দেশ, যারা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অনেক দেশ পরমাণু পরীক্ষার জন্য ভারত সরকারের সমালোচনা করেছে। ভারতের ওপর শর্ত চাপানো হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয় গর্বে ফুলে উঠেছে এই সাফল্যের আসন পাওয়ার জন্য ২০১৪ সালে কম কথার অথচ দৃঢ় সিদ্ধান্তের অধিকারী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ভারত রত্ন দেওয়া হয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার, এই ধারা বজায় রেখে চলেছে।

একটি থার্মোনিউক্লিয়ার ডিভাইসের পরীক্ষা চালানো হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলির ভারতকে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি সঙ্গে একই সারিতে নিয়ে আসার যাত্রার সূচনা। এখন সেই পথ অনুসরণ করেই নতুন ভারত গড়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাংবাদিক সম্মেলনের ৪৫ ঘন্টার মধ্যে ভারত, আরো দুটি পরমাণু পরীক্ষা চালায়। তখন থেকেই ১১ই মে দিনটিকে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে) হিসেবে পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ১৯৯৮ এর মে মাসটি পরমাণু পরীক্ষা সংঘটিত করার জন্যই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যেভাবে তা করা হয়েছিল, সেটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচী সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করে যে ভারত, এক মহান বৈজ্ঞানিক ও দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বের দেশ। ঐ দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন তা হল – "জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান"। জয় বিজ্ঞান মন্ত্র, অটল বিহারী বাজপেয়ী দিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে এক শক্তিশালী আধুনিক ভারত ও শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য। ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে তার শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েই। ■

জীবন সুরক্ষার নিশ্চয়তা

জীবনের চলার পথে হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়া প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে যারা প্রান্তবাসী, বয়স্ক মানুষ, সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা । যারা সবসময়ই আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য একাধিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালু করেছে । এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা – যার উদ্দেশ্যই হল নাগরিকদের জীবনের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ।

হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুরের বাসিন্দা কান্তা দেবী যখন তার স্বামীকে হারালেন তখন তিনি জানতেন না যে তার স্বামী প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা করে রেখেছিলেন । তখন কোন একজন তাকে বলে ব্যাঙ্কে গিয়ে তার স্বামীর এই সুরক্ষা যোজনার বিষয়টি দেখতে । ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কান্তা দেবীকে জানায় তার স্বামীর করা বিমা যোজনার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে কিছু নিয়ম মেনে আসতে হবে । সেই কাজগুলি যখন সম্পূর্ণ হল কান্তা দেবীর অ্যাকাউন্টে বীমা যোজনার ২ লক্ষ টাকা ঢুকলো । প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার থেকে এই টাকা পেয়ে কান্তা দেবীর সাময়িক সমস্যার সুরাহা হল । প্রধানমন্ত্রীর চালু করা এই প্রকল্প অসহায় অবস্থায় পড়া পরিবারগুলির পক্ষে খুবই উপযোগী বলে জানালেন সুনিতা নামে এক মহিলা প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা করেছিলেন। সুনিতা বলেছেন,

> *প্রত্যেকটি প্রকল্পের ২টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । একটি হল প্রত্যেকটি মানুষ যাতে সামান্য প্রিমিয়ামের মাধ্যমে বীমার আওতাভুক্ত হতে পারেন । যাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মানুষ এর সুবিধা নিতে পারেন । আমাদের সরকার গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল । দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।*
>
> — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা

- বছরে ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ২ লক্ষ টাকার এই বীমা সুবিধা পাওয়া যায়। যার জন্য কোনো চিকিৎসা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই
- ১৮ – ৫০ বছর বয়সী যে কোনো ভারতীয় নাগরিককেই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারবেন। যার একটি শর্ত, প্রতি বছর এটি পুনর্নবিকরণ করতে হবে। ৫৫ বছর বয়সে এটি সম্পূর্ণ হবে
- যে কোনো ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় গিয়ে বা বাড়ি থেকে নেট ব্যাঙ্কিংএর সাহায্যেও এই বীমা করা যায়। তাছাড়াও এই প্রকল্পের পোর্টাল থেকেও এই বীমা করা যায়

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা

যে কেউ **২** লক্ষ টাকার বীমা সুবিধা পাবেন বছরে মাত্র **১২** টাকা প্রিমিয়াম দিলে এক বছর দেওয়া হলেও এই সুবিধা মিলবে

- সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে এই বীমা যোজনায় মৃতের পরিবার ২ লক্ষ টাকা পাবেন। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়লেও ২ লক্ষ পাবেন। আংশিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে মিলবে ১ লক্ষ টাকা
- ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী যে কেউ এই বীমা করতে পারবেন। ৭০ বছর বয়স পার হয়ে গেলে এই বীমা কার্যকর থাকবে না। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে
- গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এই বীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম কেটে নেওয়া হবে। যদি অ্যাকাউন্টে অর্থ না থাকে তবে, সেক্ষেত্রে এই বীমা স্বাভাবিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে
- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলেও এই বীমা বাতিল বলে ধরে নেওয়া হবে

অটল পেনশন যোজনা

- এই বীমার সুবিধা পেতে ২০ বছর প্রিমিয়াম দিতে হবে। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী যে কেউ এই বীমা করতে পারবেন
- ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলে এই বীমা প্রকল্প থেকে ১০০০, ২০০০, ৩০০০ বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন পেতে পারবেন
- কত টাকা পেনশন হিসেবে পাবেন, তা নির্ভর করবে প্রতি মাসে কত টাকা করে প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে এবং কোন বয়সে এটি চালু হয়েছে, তার উপর।

প্রকল্প শুরুর প্রথম ২ বছরে ৫০ লক্ষ গ্রাহক নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তৃতীয় বছরে সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি। চতুর্থ বছরে তা পৌঁছেছে দেড় কোটিতে। ২০১৯ সালে নতুন ৭০ লক্ষ গ্রাহক তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে এই প্রকল্পে।

“যখন এই প্রকল্প চালু হল, তখন আমার ছেলের কাজ ছিল না। আমি এই বীমা যোজনা করি। আমি নিশ্চিত ছিলাম না, যে এই বীমার আর্থিক সুবিধা সরাসরি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকবে। কিন্তু এখন আমি জানতে পারলাম, যখন আমি টাকা পেলাম। যেটি আমার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে। আমার কোনো বীমা যোজনা ছিল না। এটিই আমার একমাত্র বীমা। প্রথম দিকে আমার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন আমি সকলকে বলবো, এই বীমা যোজনার গুরুত্ব।” আজ কয়েক কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় এসছেন। যা সম্ভব হয়েছে অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার মাধ্যমে। এই বীমা প্রকল্প চালু হওয়ার আগে দেশের ৮০ – ৯০ শতাংশ মানুষের কোনো বীমা ছিল না এবং কোনো পেনশন পাওয়ার সুবিধাও ছিল না। ■

ওস্তাদ : শিল্পের পুনরুজ্জীবন, শিল্পীর সহায়তা এবং সংস্কৃতি রক্ষা

সমাজের যে কোন শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন দেশের বৃদ্ধি নিয়ে আসে। সেই কারণেই সরকারের প্রচেষ্টা উপেক্ষিত শিল্পীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যাতে তাদের অসহায় পরিস্থিতি থেকে তাদের বের করে আনা যায়। সরকারের ওস্তাদ প্রকল্পে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিল্পীদের শুধুমাত্র সাহায্যই হয়েছে তাই নয়, নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে।

লক্ষ্ণৌয়ের চিকনকরি শিল্পী বা মোরাদাবাদের ব্রাশ শিল্পী অথবা গুজরাটের আজরখ থেকে কাঞ্জিভরের তাঁত শিল্প এমন অগুনতি শিল্প নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে দেশজুড়ে । ২০১৫-র ১৪-ই মে সরকার এই সমস্ত শিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, হস্তশিল্পের আরও উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এই ওস্তাদ প্রকল্প চালু করে। ঐতিহ্যবাহী এই সমস্ত শিল্প যেমন – বেনারসের প্রসিদ্ধ বেনারসী শাড়ি এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্তে দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পগুলি সংরক্ষিতই হয়নি বরং সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বংশ পরম্পরায় চলে আসা ঐতিহ্যশালী এই সকল শিল্পীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিলেন। তাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প অস্তগামী হতে বসেছিল। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিবারগুলি স্বীকৃতি পাওয়ায় মূল্যবান পারিবারিক ঐতিহ্যবাসী শিল্পগুলি রক্ষা পেয়েছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের উন্নয়নের যে মন্ত্র সবার সাথে সবার বিকাশ সবার বিশ্বাস এবং ভারতেই তৈরি করো মন্ত্রে এই সমস্ত শিল্পীদের দিকে সহয়োগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় একদিকে যেমন তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছোচ্ছে , তেমনি নিজেদের তৈরি পণ্য বাজারজাত হওয়ার ফলে তারা তাদের সঠিক মূল্যও পাচ্ছেন । সরকার তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারেও পৌঁছেছে, যাতে তারা সঠিক মূল্য পায় । ঐতিহ্যবাহী শিল্প বা হস্তশিল্পগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এবং সংখ্যালঘু এইসব মানুষরা যাতে তাদের হস্তশিল্পের প্রদর্শন করতে পারে সেই কারণেই শিল্প উৎসব এবং হুনারহাট তৈরি করা হয়েছে । উত্তর-পূর্ব ভারত এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ■

- ওস্তাদ প্রকল্পে শিল্পী এবং হস্তশিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তারা যাতে তাদের পণ্যগুলি বাজারে বিক্রয় করতে পারে সেব্যাপারে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।
- সংখ্যালঘু এইসব জনগোষ্ঠীর ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন ৩০০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং জম্মু-কাশ্মীরকে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- দেশের ৩৩টি ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন – চিকনকরি, উত্তরপ্রদেশের কাঁচের কারুকার্য, জম্মু-কাশ্মীরের পেপারমাসি, পাঞ্জাবের ফুলকারি, রাজস্থানের লহরি এবং গুজরাটের আজরখ। এই সমস্ত শিল্পগুলি মূল লক্ষ্য।
- সংখ্যালঘু এই সব শিল্পীদের সাহায্যার্থে দেশব্যাপী হুনারহাট ও শিল্প উৎসবের আয়োজন করা হয়।
- এক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রক দক্ষ হস্তশিল্পী এবং কারিগর তৈরির চিরায়ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য সাহায্য দিতে তাদের সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, সেন্ট্রাল এক্সপোর্ট কাউন্সিল, বস্ত্র মন্ত্রক ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং অন্যান্য এক্সপার্ট এজেন্সিকেও এর অংশীদার করা হয়েছে।
- প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১০ জনকে ১ লক্ষ টাকা ওস্তাদ সম্মান দেওয়া হয় মাস্টার কারিগর, দক্ষ শিল্পী বা রন্ধন সম্পর্কীয় বিশেষজ্ঞকে।

সমস্ত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন http://usttad.minorityaffairs.gov.in and www.minorityaffairs.gov.in

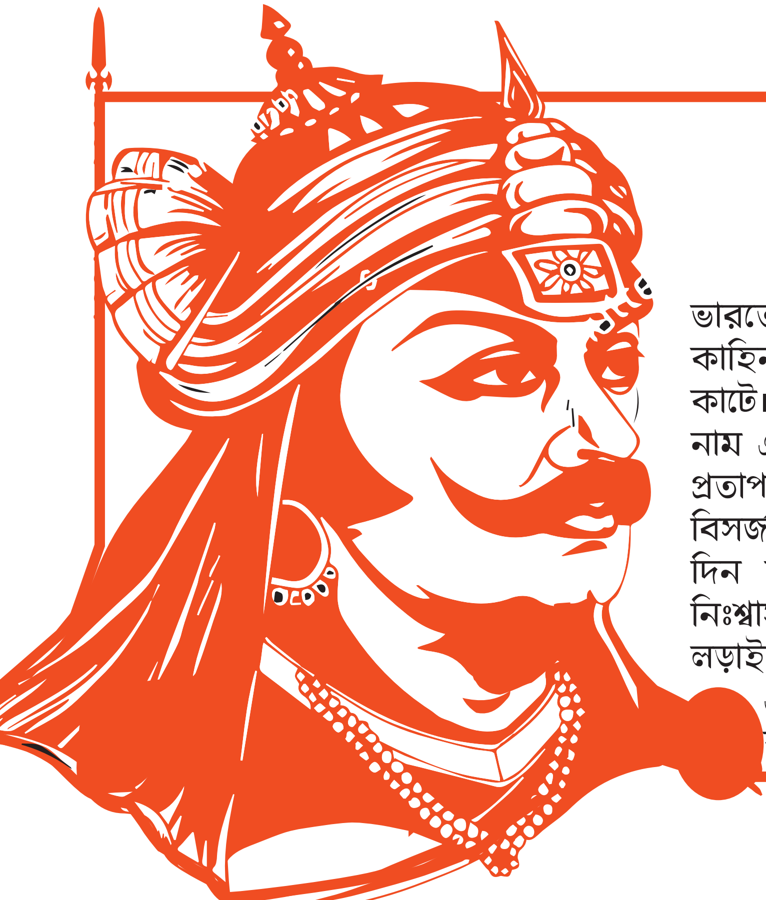

মহাপরাক্রমী
মহারানা প্রতাপ

ভারতের ইতিহাস এমন অনেক মহাবীর প্রতাপশালীর কাহিনীতে ভরা যাদের বীরত্ব আজও মানুষের মনে দাগ কাটে। কিন্তু, তাদের মধ্যে এমনকিছু বীর রয়েছেন যার নাম এই বীরত্বের কাহিনীর শুরুতেই আসে। মহারানা প্রতাপ তাদের মধ্যে এমনই একজন। যিনি আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়ে মাটিতে শুয়ে ঘাসের দানা খেয়ে দিন কাটানোর মতো কষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মাতৃভূমি মেবারকে রক্ষা করার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন। যার উদাহরণ আজও দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের এক উজ্জ্বল কাহিনী হয়ে রয়েছে।

ইতিহাস ২ রকমের হয়। একটি হল শিলালিপি, সরকারের রোজনামচা যেখানে লেখা থাকে এবং যা পাঠ্য পুস্তকে পড়ানো হয়। অন্যটি হল – যে সমস্ত মানুষের স্মৃতি আজও মন ব্যাথায় ভরে ওঠে। আমরা চারণ কবির মুখে যাদের কথা প্রতিপদে শুনতে পাই। নাটক, লোকনৃত্য বা লোকগীতিতে তাদের কথা উঠে আসে। মহারানা প্রতাপ ইতিহাস বইয়ের লিখিত নায়কদের চেয়ে আরও বড় নায়ক, যিনি মেবার সমেত রাজস্থানের ঘরে ঘরে পুজিত হন। দৃঢ়তা, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের জন্য যিনি মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় 'মহারানা প্রতাপের জীবনগাঁথা, সাহস, শৌর্য, আত্মমর্যাদা ও পরাক্রমের প্রতীক। যিনি দেশবাসীর কাছে দেশপ্রেমের এক উদাহরণ হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন।' মেবারের এই মাটিতে অনেক বীরের রক্ত মিশে রয়েছে। রানা সাঙ্গা, রানা উদয় সিং, মহারানা প্রতাপ এই সমস্ত বীরদেরই একজন। ১৫৪০-এর ৯ই মে চিতোরের রাজা রানা উদয় সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন রানা প্রতাপ। উদয় সিং, যিনি শৈশব থেকেই পান্না ধাইয়ের জন্য নিজের জীবন বাঁচানোর কাহিনী জেনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রাজ কুমার হওয়া সত্ত্বেও প্রতাপের শৈশব ভিলদের সঙ্গে কেটেছে। ১৫৭২-এ ২৮শে ফেব্রুয়ারী উদয় সিং-এর মৃত্যু হয়। উদয় সিং-এর ছোট রানীর পুত্র জগমলকে উদয় সিং তার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন। মুঘলদের সাথে মেবারের সবসময় সংঘর্ষ দেখে দরবারের সকলে মহারানা প্রতাপকেই সিংহাসনে বসান। যার ফলে হতাশ জগমল গিয়ে আকবরের সঙ্গে যোগ দেন। মহারানা প্রতাপ পণ করেছিলেন যে চিতোর যতদিন না মুঘলদের কাছ থেকে মুক্ত করতে পারবেন ততদিন তিনি সোনার থালায় খাবেন না এবং মাটিতে শোবেন। আকবর ৪ বার মহারানা প্রতাপের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, মহারানা প্রতাপ তা স্বীকার না করে সংঘর্ষের রাস্তা বেছে নেন। এরপর ১৫৭৬-এ হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়। মাত্র ৩ হাজার ঘোড় সওয়ার এবং কিছু ভীল সৈনিকের অদম্য শক্তিতে মহারানা প্রতাপ আকবরের সেনাপতি মান সিং-এর নেতৃত্বে ১০ হাজার সেনাকে পরাস্ত করে। কিন্তু এই যুদ্ধে মহারানা প্রতাপের প্রিয় ঘোড়া চেতক আহত হয়, কিন্তু তার প্রভুভক্তি আজও দৃষ্টান্ত হয়ে রেছে। এই যুদ্ধে মুঘল সৈন্যরা প্রতাপকে ঘিরে ফেললে ঝালা মান সিং বুদ্ধি করে প্রতাপকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন এবং নিজে প্রাণ বিসর্জন দেন। প্রতাপ জঙ্গলে আশ্রয় নেন। হদলিঘাটে ৬ বছর পর দিওয়ারের যুদ্ধে মহারানা প্রতাপ মুঘলদের পরাস্ত করেন। মুগলদের হাত থেকে অনেকগুলি স্থান তিনি কেড়ে নিতে সক্ষম হন। ১৯৫৭-র ১৯-শে জানুয়ারী প্রতাপের মৃত্যু হয়। কিন্তু, মাতৃভূমির জন্য তার দীর্ঘ লড়াই আজও উজ্জ্বল গাঁথা হয়ে রয়েছে।

अस लोगो अणदाग पाग लोगो अणनमी
गो आडा गवडाय जीको बहतो घुरवामी
नवरोजे न गयो न गो आसतां नवल्ली
न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूंद रोसणा डासी
निसा मूक भरिया नैण तो मृत शाह प्रतापसी

কবিতাটি প্রচলিত বাক্যে লেখা । যা আমাদের মহারানা প্রতাপ তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তার শৌর্য ও বীরগাঁথাকে তুলে ধরে । ■

জয় জওয়ান, জয় কিশান শ্লোগান বাস্তবায়িত হচ্ছে

কয়েক দশক আগের স্লোগান জয় জওয়ান জয় কিশান নতুন রূপে বিকশিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা (সিআরপিএফ) পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছে। অন্যদিকে গুজরাটের এক কৃষক উন্নতমানের বীজ থেকে ডাটা উৎপাদন করে এক উৎসাহব্যাঞ্জক ফল পাওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রীর বৃষ্টির জল ধর প্রচারে উৎসাহিত হয়ে আজমেঢ় -এ সিআরপিএ-এর গ্রুপ সেন্টার সিদ্ধান্ত নেয়, একটি গভীর জলাশয় খনন করা জল সংরক্ষণের জন্য। যে কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিআরপিএফ-এর আইজি বিক্রম সেহেগাল। প্রাকৃতিক দিক থেকে পর্বত এবং জঙ্গল সংলগ্ন ওই অঞ্চলে এই গভীর জলাশয় খননের কাজ চালাচ্ছেন সিআরপিএফ জওয়ানরাই। ২টি দিক থেকে এর পাড় বাধানো হয়েছে। অন্যদিকগুলি উন্মুক্ত রয়েছে যাতে পাখি, জন্তু-জানোয়াররা এই জল পান করতে পারে। বৃষ্টির ধরে রাখা এই জল সেচের কাজে ও বনসৃজনের কাজে লাগানো হয়েছে। বিক্রম সেহেগাল বলেন, জলাশয়ের এই জল ওভারফ্লো না করে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে সেটিকে রিচার্জ করা হচ্ছে। এটি ১২টি টিউবওয়েলের মাধ্যমে রিচার্জ করা হয়। সিআরপিএফ এছাড়াও আরও অনেক ছোটো জলাশয় খনন করছে জল সঞ্চয়ের জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৃষ্টির জল ধর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই জল সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উন্নতমানের ডাঁটা চাষের মাধ্যমে কৃষকের অগ্রগতি

আত্মনির্ভরতার একটি প্রকৃত সত্য উদাহরণ তৈরি করেছেন গুজরাটের পাটান জেলার এক চাষী। তার নিজের তৈরি বীজ থেকে উৎপাদিত ডাঁটা কেবলমাত্র প্রচুর পরিমানে উৎপন্নই হয় না, তা গুণগতভাবেও অনেক উন্নত। কামরাজ চৌধুরীর উন্নতিতে এই ডাঁটা বীজ প্রভূত সহায়ক হয়েছে। তার উৎপাদিত এই ডাঁটা গুজরাটের বাইরে তামিলনাডু, পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের অন্য প্রান্তেও পৌঁছোচ্ছে। যা থেকে ভালো আয়ও করছেন তিনি। বর্তমানে তার পরিকল্পনা এই কৃষি উৎপাদনকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। চৌধুরী জানিয়েছেন, বিগত ১০ বছর ধরে তিনি এই ডাঁটা ফলাচ্ছেন এবং এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। কারণ তিনি বীঘা পিছু ডাঁটা বিক্রি করে ১-১.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। ফলন বাড়াতে জৈব সার ব্যবহার করছেন। ডাঁটা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। ডাঁটার চাহিদা আয়ুর্বেদিক ঔষধের ক্ষেত্রেও যথেন্টই। আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে প্রায় ৩-শো ধরনের অসুখের চিকিৎসার ঔষধ তৈরিতে ডাটা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন নামে ডাটা পরিচিত। যেমন – সজনে, সার্গব ও মরিঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রতিক তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে উন্নতমানের উচ্চফলনশীল বীজ থেকে ডাঁটা প্রস্তুতকারী কামরাজ চৌধুরীর প্রশংসা করেন। ■

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

বর্তমান কোভিড – ১৯ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। ওষুধ, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর এবং টিকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত বছরের মতো এবারও আমরা কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরো দ্রুত এবং সমন্বিতভাবে সাফল্য অর্জন করবো। pib.gov.in/ PressReleasePa...

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

ছত্তিশগড়ের সুকমা -বীজাপুর সীমান্তে চরম বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের যে সব সাহসী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য শহীদ হয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। চূড়ান্ত সাহসীকতার সঙ্গে তারা লড়াই করেছেন এবং তাঁদের আত্মবলিদান কখনও বিস্মৃত হবে না। তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

অমিত শাহ @AmitShah

রেমডেসিভিরের উৎপাদন এখন আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে হচ্ছে। আমরা এর রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।
কিন্তু যখন আতঙ্কিত হয়ে মানুষ এগুলি কেনা শুরু করেন, তখন বাজারে এটি পাওয়া যায় না।
আমি সকলের কাছে আবেদন করছি যে, যদি চিকিৎসক আপনাকে বলেন, তাহলেই আপনি ইনজেকশনটি কিনবেন।

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

ওড়িশার জন্য সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক, ৩১৪.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর জন্য ব্যয় হবে ১১৪৪.২৯ কোটি টাকা। সড়ক সুরক্ষা প্রকল্পে ২০২০ – ২১ অর্থবর্ষে ওড়িশাকে ১.৪২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। @pcsarangi @dpradhanbjp @Naveen_Odisha @SamirMohantyBJP @BJP4Odisha

সদানন্দ গৌড়া @DVSadanandaGowda

সঙ্কটের এই সময়ে সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে #Remdesivir– এর দাম এখন কমেছে। প্রধানমন্ত্রী@narendramodi–র #Covid–এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির দাঁড়ানোয় আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। #Remdesivir–এর ভয়েল পিছু ১০০ এমজি-র দাম বড় বড় সংস্থাগুলির পরিবর্তন করেছে।

ড. এস জয়শঙ্কর @DrSJaishankar

আজকের কূটনীতি অনুযায়ী ভালো কাজ করতে হলে স্মার্ট হতে হবে। ভ্যাক্সিন মৈত্রী বসুধৈব কুটুম্বকমের ধারণার প্রতিফলন।
স্বাস্থ্য সুরক্ষা এখন জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
যতক্ষণ না প্রত্যেকে সুরক্ষিত হচ্ছেন, ততক্ষণ কেউই নিরাপদ নন।

RAISINA DIALOGUE: VACCINE MAITRI TO ENSURE NO ONE GETS LEFT BEHIND, SAYS JAISHANKAR

Gave vaccine to 80 countries, will continue: PM

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 13

INDICATING THAT New Delhi will supply Covid vaccines to other countries, Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that India will continue to share its resources in the fight against the pandemic.

The Prime Minister's remarks came after External Affairs Minister S Jaishankar defended India's decision to supply Covid vaccines to other countries and said there is a need to ensure equitable access to it across the world. "I think equitable access (to vaccines) is critically important in this. Because we all know that no one will be safe till everyone is safe," Jaishankar had said.

Both Modi and Jaishankar spoke at the Raisina Dialogue, ...

India have tried to walk the talk. We have tried to protect our own 1.3 billion citizens from the pandemic. At the same time we have also tried to support the pandemic response efforts of others. In our neighborhood, we have encouraged our coordinated regional response to the crisis. Last year we shared medicines and protective equipment with over 150 countries. We understand fully, that mankind will not defeat the pandemic unless all of us, everywhere, regardless of the color of our passports, come out of it."

"That is why, this year despite many constraints, we have supplied vaccine to over 80 countries. We know that the supplies have been modest. We know that the demands are huge. We know that it will be a long time before the entire humanity can be vaccinated. At

Prime Minister Narendra Modi speaks at the Raisina Dialogue, in New Delhi on Tuesday. PTI

continue to share our experiences, our expertise and also our resources with the entire humanity in the fight against the pandemic," he said.

Jaishankar also said that ...

macy, doing good is being smart, the minister said 'vaccine maitri' reflects the larger outlook of 'Vasudhaiva Kutumbakam' (world is one family), asserting that health security is now inte-

have had access to them. "For small countries, it is not just the ability to buy, but also the wherewithal to access markets. The big debates around globalisation are 'equity' and 'fairness'", he said.

Rwanda's President Paul Kagame thanked India for the vaccines to African countries.

Making a broad political point, Modi said, "After the end of the Second World War, over the next few decades, many structures and institutions were created but under the shadow of the two wars they were aimed at answering only one question, how to prevent the third world war. Today, I submit to you that this was the wrong question, as a result all the steps taken were like treating a patient's symptoms without addressing the underlying causes. Or to put it differently, all the steps taken were to prevent the last war, not the next

not reduced in people's lives. With a number of proxy wars and unending terror attacks, the prospect of violence is ever present, he said.

Calling for a more human-centric approach, the Prime Minister said, "It is not too late even now. The mistakes and misdeeds of the past seven decades need not constrain our thinking for the future. The Covid-19 pandemic has presented us an opportunity to reshape the world order, to reorient our thinking. We must create systems that address the problems of today and the challenges of tomorrow. And we must think of the entire humanity and not merely of those who are on our side of the borders. Humanity as a whole must be at the center of our thinking and action."

"While we may be used having Plan A and plan B, there on Planet B, only planet Earth ...

PM: Celebrating Guru Tegh Bahadur's birth anniv 'spiritual privilege' for me

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Chairing a high-level committee formed to decide how India will celebrate the 400th birth anniversary of Sikh Guru Tegh Bahadur Singh, PM **Narendra Modi** said on Thursday that celebrating the Guru's 400th Prakash Purab was a "spiritual privilege" and "a national duty" for him.

At a virtual gathering of the committee comprising former PM Manmohan Singh, home minister Amit Shah, leader of opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge and Punjab CM Amarinder Singh among others, Modi said the country drew inspiration from Guru Tegh Bahadur.

He said the government felt privileged to have the opportunity to celebrate the 550th Prakash Purab of Guru Nanak Dev Ji, the 400th Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur and the 350th Prakash Purab of Guru Gobind Singh. He said the year-long activities should be such that the entire Guru tradition is propagated the world over.

Kharge urged Modi to reach out to farmers protesting against the contentious farm laws, who he said are from Punjab and represent the Guru. "With this, the 400th birth anniversary of Shri Guru Tegh Bahadur ji will be celebrated with more enthusiasm," he said. Punjab CM Amarinder Singh presented the government's plans to publicise how the Guru believed that religious harmony was only possible when one is not forced to change religion.

Modi for global synergy to face pandemic challenge

PNS ■ NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Tuesday cautioned that in the fight against corona pandemic the world is still "underprepared" and called for a united global approach to face the challenge.

He also called for changing the mindset in bracing for future threats and called for human centric approach in dealing with them.

Making this assertion here while inaugurating the sixth edition of the Raisina Dialogue, he also said the world still faced violence in many facets, especially proxy war and terrorism,

place at a watershed moment in human history.

"A global pandemic has been ravaging the world for over a year. The last such global pandemic was a century ago," he said.

from the pandemic. At the same time, we have also tried to support pandemic response efforts of others," he said.

Highlighting India's role in the fight against corona pandemic, the Prime Minister said, "We understand fully, that mankind will not defeat the pandemic unless all of us, everywhere, regardless of the colour of our passports, come out of it. That is why, this year, despite many constraints, we have supplied vaccines to over 80 countries."

In his nearly ten-minute address, Modi said, "Although, humanity has faced many infectious diseases since then.

Tika Utsav beginning of another major war against corona: PM

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 11

INDIA ON Day 1 of the 'Tika Utsav' administered 27.69 lakh doses of the Covid-19 vaccine till Sunday evening, the Health Ministry said, with Prime Minister Narendra Modi calling the drive the "beginning of another major war against corona".

The special vaccination drive was launched after Modi had said last week that over the four-day festival – from April 11, which is the birth anniversary of Jyotiba Phule, to April 14, the birth anniversary of B R Ambedkar – the country will try to achieve max-

PM Narendra Modi

The PM said that as part of the war against the virus, the country must keep four important issues in mind - "Each One-Vaccinate One, that is, help those who are less educated and elderly, who cannot go and get vaccinated themselves. Each One-Treat One,

way I save myself and save the lives of others also.

"The fourth important thing is that in the event of someone contracting corona, the people of the society should lead in the creation of micro-containment zones. Family members and people of the society should create a 'micro-containment zone' wherever a Corona positive case has been reported," Modi said.

In his message, the PM reiterated that in densely populated country like India, micro-containment zones is also an important way to fight corona. "In the event of detection of a single positive case, it is very important for all of us to be alert and to test the rest of the people. At the

Second shot: Prime Minister Narendra Modi has urged all those eligible to get vaccinated soon. •AFP/PIB

PM gets second dose of Covaxin at AIIMS

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi ... second dose of COVID-19 vaccine at the All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi. He received the first dose of

dose of the vaccine and said: "Got my second dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS. Vaccination is among the few ways we have, to defeat the virus. If you are eligible for the vaccine, get your shot soon. Register on CoWin.gov.in."

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
May: 01-15, 2021

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22 posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly (Publishing Date April 20, 2021, Pages - 40)

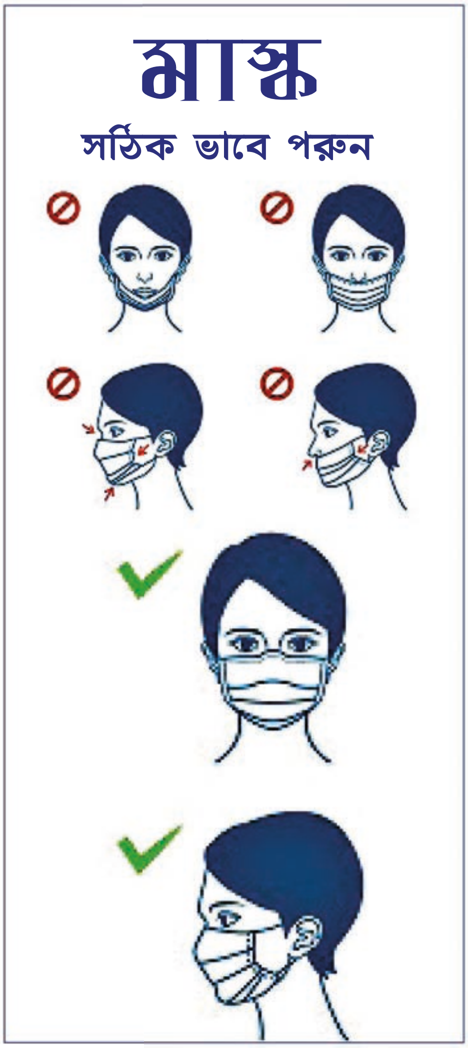

সচেতন থাকুন!

সাবধান হন, সুরক্ষিত থাকুন!

টিকা নিন • মাস্ক পরে থাকুন
করোনার নিয়মাবলী মেনে চলুন

পরিচ্ছন্ন থাকুন, ওষুধ খান এবং কঠোরভাবে সবকিছু মেনে চলবো, এভাবেই আমরা করোনাকে জয়লাভ করবো

Bengali

Editor
Jaideep Bhatnagar, Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20